পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২০ ।। সংখ্যা ২৬ ।। ৯ জানুয়ারি ১৯৮৭ ।। ২৪ পৌষ ১৩৯৩

গোর্খাল্যাণ্ডের দাবীর অর্থ
আবার এই রাজ্যকে ভাগ করা।
আমাদের জন্মভূমিকে আমরা
কি টুকরো টুকরো হতে দেব?
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের
মুষ্টিমেয় অনুচর ছাড়া এতে কার
লাভ হবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



গত ৩০ ডিসেম্বর '৮৬ কন্টাইয়ে বরফ তৈরি কারখানা, বরফ ও মাছ সংরক্ষণ গৃহ এবং যন্ত্রচালিত নৌকা তৈরি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান। রাজ্যপালের ডানদিকে মৎস্য মন্ত্রী শ্রীকিরণময় নন্দকে দেখা যাচ্ছে।

আলোকচিত্র ঃ মধুসূদন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ

৯ জানুয়ারি ১৯৮৭

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষাণ্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প ও পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক
প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলিকাতা-৭০০০০১

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

বিষয়সূচি

নিবন্ধ

নিয়মিত বিভাগ

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২০।। সংখ্যা ২৬।। ৯ জানুয়ারি ১৯৮৭।। ২৪ পৌষ ১৩৯৩

উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল থাকা চাই

—মুখ্যমন্ত্রী

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল থাকা দরকার। না হলে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পারে না। গত ৪ জানুয়ারি ১৯৮৭ নন্দনে অ্যাসোসিয়েশন অব অটোল্যারিনজোলজিস্ট'র ৩৯তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক ভাষণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের মতো দারিদ্র্য জর্জরিত দেশে চিকিৎসার খরচ অত্যন্ত চড়া। ওষুধের দামও রোজ বাড়ছে। সেখানে মানুষকে অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচানোর অন্য পথ নিতে হবে। ঐ সম্মেলনে মোট ৭৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পশ্চিম জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের চিকিৎসকরাও আছেন। এই সম্মেলনে চোখ, কান এবং গলার অসুখের চিকিৎসার ব্যাপারে আরো কতটা বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সম্মেলন চলবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনাতে গলদ আছে বলেই এদেশে ওষুধের দাম বাড়ে; চিকিৎসা করাতে গরিব মানুষকে অনেক খরচ করতে হয়। তাই চিকিৎসা করানোই কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রী বসু, বলেন একথা যদি আমরা মনে না রাখি যে, ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই গরিব, তাহলে যত পরিকল্পনাই হোক, তা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ সম্পর্কে তিনি বলেন,ডাক্তার, বিজ্ঞানী সকলেরই অভিমত হলো রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হলে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব। সেখানে দরকার গ্রাম-শহরের সাধারণ লোকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। যে দেশে অসংখ্য মানুষ নিরক্ষর সেখানে রেডিও টিভি'র মতো গণমাধ্যমই এই কাজ করতে পারে। কিন্তু এই প্রচার মাধ্যম তো কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। কাজেই চিকিৎসক, বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনি বলেন, এই কারণেই টি ভি'র দ্বিতীয় চ্যানেলের ব্যবহারের সুযোগ আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষা, জল পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে চেতনা সৃষ্টি করা দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদেশে অনেক বিজ্ঞানী আছেন। কুশলী এবং দক্ষ শ্রমিক আছেন। এদের দক্ষতার সদ্ব্যবহারও আমরা করতে পারিনি। তারা অন্য দেশে গিয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। অথচ এদেশে কাজ করার সুযোগ তাঁদের নেই।

তিনি বলেন, ভারত হলো চীনের পরেই জনসংখ্যার দিক থেকে বড় দেশ। অর্থনীতির দিক থেকে উন্নতিশীল। বহু সমস্যা আছে। সেই সমস্যা কাটানোর চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল করার জন্য দরকার বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনা।

তিনি উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, রাজ্য সরকার চায় ডাক্তাররা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ দিন। আশা করি, ডাক্তার এবং রাজ্য সরকার পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅম্বরীশ মুখার্জি বলেন, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের যে কর্মসূচি তাকে রূপায়িত করতে হলে ওষুধের দাম কমানো দরকার। অথচ কেন্দ্রের নয়া ওষুধ নীতিতে জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে।

অনুষ্ঠানে মেয়র কমল বসু, অ্যাসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি ডাঃ আবীরলাল মুখার্জি, নবনির্বাচিত সভাপতি এম কে কাক্কার, সম্মেলনের সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক ডাঃ এ এম সাহা ভাষণ দেন। কমিটির চেয়ারম্যান এম কে নাগচৌধুরীর ভাষণ পাঠ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় প্রবীণ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা

শ্রেয়কে স্মরণ করা ও প্রেয়কে বরণ করা ভারতীয় ঐতিহ্য

—শ্রী প্রভাস ফদিকার

গত ৩ জানুয়ারি ১৯৮৭ রাজ্য সরকার আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় রবীন্দ্রমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে প্রবীণ কথা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের প্রাণ পুরুষ প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত। শ্রেয়কে স্মরণ করা প্রেয়কে বরণ করার যে ভারতীয় ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্য বহন করে সরকারের এই পরিকল্পনাকে রূপ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গুণী ব্যক্তিরা। আকাদেমির উদ্যোগেই এটা সম্ভব হল এজন্য আমরা গর্বিত। শ্রীফদিকার বলেন, সৃষ্টির আসনে নানা ফুল নানা সৌরভ ও বিশিষ্টতা নিয়ে ফোটে। আমরা তাদের সকলের কাছে তুলে ধরতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কাজে তিনি বিভূতিবাবুর পরামর্শ, আশীর্বাদ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা বলেন, গুণীর আসন গুণী নিজেই চিহ্নিত করে যান। আমরা গর্বিত, সম্মানিত তাঁকে সংবর্ধনা দিতে পেরে। তিনি বলেন, বিভূতিবাবু যে কাজ করে যাচ্ছেন, আমাদের লক্ষ্য, উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর প্রেরণা পৌঁছে দেওয়া। তিনি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

প্রতিভাষণে শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী ছাড়াও আমি আরও দুটি মাতার সন্তান। বিহার মাতা খাদ্য দিয়ে পানীয় দিয়ে আমার দেহকে পুষ্ট করেছেন, বঙ্গভূমি আমার মানসিকতাকে পুষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, আমার মানসলোকের যা কিছু সৃষ্টি তা বঙ্গভূমির। আমার মন এখানেই পড়ে থাকে—চিরবিরহী আমি বঙ্গমাতার টান একটু বেশিই অনুভব করি। তাই আজীবন চেষ্টা করেছি এই রসাল ভূমি থেকে যতটুকু পারি সংগ্রহ করতে। শত দুঃখের মধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মা বিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত তবু মুখের হাসি তাঁর ম্লান হয়নি। কবির সেই চরণের মত, 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা'। আমার সাহিত্যে কিঞ্চিৎ এ রূপের আভাস দিতে চেয়েছি কতটুকু সার্থক হয়েছি তা জানি না।



পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় রাজ্য সরকার আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে নানা দ্রব্য সামগ্রী উপহার দিয়ে সম্মানিত করছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার।

আপন সাহিত্য কর্ম প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, আমাকে অনেকেই হাস্যরসের লেখক বলেন। কিন্তু আমি বলি, আমার অন্তরের কথা হাসি নয়। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে সবাইকে কোলে নেবার জন্য মায়ের আকুতি, তার জন্য যে বেদনা তাকেই আমি রূপ দিতে চেয়েছি। তিনি বলেন আমার ছোট গল্পে এখানে ওখানে হাসির রস থাকলেও উপন্যাসে তা দিতে পারি না, বেদনাই সেখানে বড় হয়ে ওঠে। আমার এই প্রচেষ্টা যে বিফল হয়নি তার প্রমাণ পেলুম আজ আপনারা আমাকে বাইরে থেকে ডেকে এনে এই সম্মান দেওয়াতে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে তিনি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅন্নদাশংকর রায় বলেন, বিভূতিবাবু পরম বৈশিষ্ট্যে নব্বুই অতিক্রম করতে পেরেছেন ও এখনও সক্রিয় এটা আমাদের সৌভাগ্যের। তিনি বলেন, বিভূতিবাবু খেলোয়াড় নন, রাজনৈতিক নেতা নন, অভিনেতা নন অথচ তাঁর সংবর্ধনায় এত মানুষের সমাবেশ। বিভূতিবাবু সত্যিই মানুষকে জয় করতে পেরেছেন।

শ্রীরায় বলেন, সাহিত্যিকের পক্ষে সরস্বতীর আশীর্বাদ যেমন প্রথম সহায়, তেমনি সহায় জনগণের হৃদয়ে স্থান পাওয়া। দুটোতেই বিভূতিবাবু সার্থক। প্রার্থনা করছি আরও কিছুদিন তিনি থাকুন এবং আমাদের হৃদয় জয় করে লিখুন। এর আগে অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক শ্রী গজেন্দ্র মিত্র বলেন, শুধু কান্না নয়, শুধু রসিকতাও নয় গভীর মমত্ববোধ আছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। অধ্যাপক ডঃঅসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যের স্মৃতি চারণ করে বলেন, এই মূল্যমানের বিভ্রান্তির দিনে, ভালবাসার অবলুপ্তির দিনে তাঁর মত কবোষ্ণ হৃদয়ই আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা। ড: ক্ষুদিরাম দাস বলেন, সাহিত্যরস পেলে বাঙালী দৈনন্দিন সব দুঃখ কষ্ট ভুলতে পারে। তাই বিভূতিবাবুর মত যাঁরা অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও শিল্পীত অনন্যতা দিয়ে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের দান আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্কৃতি অধিকর্তা শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন বাংলা আকাদেমির অন্যতম সদস্য শ্রী শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

বিশ্ব-দর্পণে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি দিক

শ্রীকান্তি বিশ্বাস

অবস্থান

আয়তনে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ হলেও জনসংখ্যায় দ্বিতীয় আমাদের ভারত। ইউরেসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এর অবস্থান। উত্তরের ঝড়-ঝঞ্ঝা ও হিমেল হাওয়া প্রতিরোধ করা এবং দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসা জলকণাযুক্ত বায়ুকে বাধা দিয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর এক পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করতে যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই দেশের উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা হিমালয়। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর বিধৌত এই স্থলভাগকে বঙ্কিম করতল দিয়ে আগলিয়ে রাখতে যেন বৃত আছে আফ্রিকা ও বার্মা, মালয়েসিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ওসানিয়া। উন্মুক্ত দক্ষিণ প্রান্তে প্রহরীর কাজে যেন নিযুক্ত দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপপুঞ্জ। আজ অবশ্য সেখানে বিশ্বগ্রাসে লোভাতুর সাম্রাজ্যবাদ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ঘাঁটি তৈরি করে শান্ত সমাহিত এলাকাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, গোটা ভারত মহাসাগরকে পারমাণবিক অস্ত্রের হ্রদে রূপান্তরিত করতে উদ্যত হয়েছে।

প্রাচীন যুগ

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ভরপুর এই ভারতবর্ষ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল তার জগৎজোড়া খ্যাতি। শুধু তাই নয়, বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে তার অবদানও অসামান্য। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তার গৌরব পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক বস্তু আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের অতি উন্নত সভ্যতার নিদর্শন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ এই দেশেই রচিত। প্রাচীন যুগের চিত্র-শিল্পে অজন্তা-ইলোরার নাম অবিস্মরণীয়। সজ্জা এবং ধ্বনির পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বর্ণমালা ভারতেরই সংস্কৃত বর্ণমালা। পাণিনি ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে বৈয়াকরণদের নিকট এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রাচীন গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত সর্বপ্রথম পাটিগণিত ও বীজগণিতের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করেন। তাঁর লেখা অঙ্ক বই ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত। গণিতবিদ শ্রীধর আচার্যও গণিতের এই দুই শাখা সম্বন্ধে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান যুগের গণিত-বিশ্লেষণ গণিত (এ্যানালিটিক্যাল ম্যাথ্‌ম্যাটিক্স)-এর প্রাথমিক ধারণা প্রবর্তন করেন ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য। প্রাচীন ভারতে শূন্যের ব্যবহার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খ্রীস্টপূর্ব ২০০ অব্দে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রীস্টীয় ৪০০ অব্দ অবধি-এই ৮০০ বছর প্রাচীন ভারতের গণিতের এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণ যুগ। সূর্য-সিদ্ধান্ত, পিতামহ-সিদ্ধান্ত, পরাশর-সিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত এবং গণিতের নানা নিয়মের অধিকাংশ এই সময়েই রচিত। আর্যভট্ট ও বরাহ-মিহির এর মত প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ এই ভারতের গৌরব রবি। প্রাচীন ভারতে অঙ্কের অনেক জটিল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়-পরে নূতন করে ইউরোপে তা আবার আবিষ্কৃত হয়। উচ্চ পর্যায়ের গণিতে অয়লার এবং ল্যাগ্রাঞ্জের থিয়োরেম পড়তে হয়-তা আবিষ্কৃত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। অথচ এই তত্ত্ব আগেই প্রাচীন ভারতে আর্যভট্ট (৪৯৯ খ্রীঃ) আবিষ্কার করেন। আর্যভট্ট গ্যালিলিওর এক হাজার পঞ্চাশ বছর আগেই বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। যদিও গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন-যা আর্যভট্ট পান নি। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছিল খুবই উন্নত-অন্যান্য দেশ থেকে অনেক এগিয়ে। জোতির্বিজ্ঞানের যে সকল তথ্য আমাদের দেশে পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল-পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা সেগুলিই আবার আবিষ্কার করেন।

যুগের পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতের যে বিরাট অবদান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউ-য়েন-সাঙ প্রমুখ বিদেশী পর্যটকদের অমূল্য বিবরণ থেকে। ভারত-শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষাচর্চায় সে যুগেও যে কত উন্নত ছিল তা ভাবলে যে কোন ভারতীয়ের বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

বৃটিশ পরাধীনতার যুগ

এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে ধনে-মানে ঐশ্বর্যশালী এই দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। শোষণ-অত্যাচার-অবিচার সত্ত্বেও ভারতের মর্যাদাসম্পন্ন ঐতিহ্যের ধারা অটুট থাকে। দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও মনীষিগণ দেশের শিক্ষা-বিজ্ঞান-শিল্প চর্চার সুযোগ প্রসারিত করতে সর্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করতে থাকেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এই প্রয়াস একই সঙ্গে চলতে থাকে। তার ফলেই, প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও, বিশ্ববাসীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার ও শিক্ষা-সাহিত্য জগতে নূতন নূতন সংযোজন উপহার হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামানুজ, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন বোস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ক্ষণজন্মা পুরুষ এই যুগেই জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছেন-শিক্ষা-জগৎকে আলোকিত করেছেন। বিশ্ব-দরবারে ভারতের আদর্শকে আরও মহিমা মন্ডিত করে গেছেন।

এই সুমহান ঐতিহ্যের উত্তর-সূরী আমরা। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের নিকটে বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা বিরাট। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে স্বাধীনতা লাভের আজ প্রায় চার দশক পরে বিশ্বসভায় আমাদের স্থান কোথায়। সেই স্থান নিরূপণের জন্য তথ্য-ভিত্তিক অনুসন্ধানের শামিল হওয়া যাক। আমাদের যদি কোথাও ত্রুটি থাকে, দুর্বলতা থাকে-তা খুঁজে বের করতে হবে, বাধাগুলি অপসারণ করতে হবে। দায়িত্ব কার কতটুকু তা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। ভারতবাসী হিসেবে আমাদের যোগ্য মর্যাদার আসন অধিকার করতে হবে। সেজন্য আসুন বিশ্ব-দর্পণে একবার ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে তাকান যাক।

শিক্ষাখাতে ব্যয়

মানব সম্পদের যথোচিত বিকাশ সাধন, জীবন ধারণের মানকে উন্নত করা, দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে অধিকতর পরিমাণে চেতনাসম্পন্ন করা এবং তার যুক্তিবাদী মানসিকতাকে গঠন ও শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বকালে একান্ত ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে বিষয়টিকে বিবেচনা করে সারা দুনিয়ায় শিক্ষার জন্য যে আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করা হয় তার একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

সারা বিশ্বে ১৯৮২ সালে ৬২,৭৭৩ কোটি ডলার শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। এই ব্যয় জাতীয় আয়ের (জি. এন. পি.) শতকরা ৫.৮ ভাগ। আফ্রিকা

মহাদেশের দেশগুলির জাতীয় আয়ের শতকরা ৪.৯ ভাগ, এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির ৫.১ ভাগ এবং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির ৪.৩ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। আমাদের দেশে ১৯৬২-৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) জাতীয় আয়ের শতকরা অন্তত ৬ ভাগ ব্যয় করার সুপারিশ করেছিলেন। তার দুই দশকেরও বেশি কাল পরে এই ভাগের পরিমাণ আমাদের দেশে তিনেরও কিছু কম।

জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে ৮ কোটি মানুষের দেশ নাইজেরিয়া সরকার মনে করে সামাজিক বিবর্তন ও জাতি গঠনের জন্য শিক্ষাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার এবং সেজন্য, তার জাতীয় আয়ের ৮.৩৩ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ঐ একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বেলজিয়াম, কলাম্বিয়া,চিলি, ফিনল্যান্ড, ঘানা, মালয়েসিয়া, মরক্কো, মেক্সিকো, স্পেন, থাইল্যান্ড, উগান্ডা ও ভেনেজুয়েলা শিক্ষার জন্য তাদের জাতীয় বাজেটের শতকরা ১৭ থেকে ২০ ভাগ ব্যয় করে। মালদ্বীপ, আর্জেনটিনা, বাটসোয়ানা, গাম্বিয়া, সাইপ্রাস, গুয়েতেমালা, নিকারাগুয়ে, প্যারাগুয়ে, পর্তুগাল, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশ এবাবদ ব্যয় করে ১১.৮ থেকে ১৫ ভাগ। আফ্রিকার কোন কোন দেশ যথা-কোস্টারিকা, টিউনেসিয়া তাদের জাতীয় বাজেটের শতকরা ২৬ ভাগ থেকে ২৯ ভাগ অর্থ ব্যয় করে থাকে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৯ সালে গণপরিষদে বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা মাত্র এক ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করায় উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে এই ব্যয়ের হারকে দশ ভাগে উন্নীত করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। "খের" কমিটির সুপারিশও ছিল ঐ একই পরিমাণ অর্থ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাজেটে কিছু কম-বেশি মাত্র শতকরা এক ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়ে আসছে। যদিও রাজ্যসরকারগুলি গড়ে তাদের বাজেটের প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ এ বাবদ ব্যয় করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যয় করে তার বাজেটের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের মোট বাজেটের পরিমাণ ৩,০০০ কোটি টাকার কম হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মোট ৬৩৯ কোটি টাকা আর কেন্দ্রীয় বাজেট ৫২,৮০০ কোটি টাকার কিছু বেশি হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ (নবোদয় বিদ্যালয় বাবদ বরাদ্দ অর্থ বাদে) ৬৩৫ কোটি টাকা।

জাপানে শিক্ষা বাবদ খরচের শতকরা ৪৮ ভাগ বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার। অস্ট্রেলিয়ায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীন যে সকল দেশ আছে যথা পশ্চিম জার্মানি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্বের এক বিরাট অংশ বহন করে-যা আমাদের দেশে নেই।

শিক্ষার প্রশাসন

পৃথিবীর যে সকল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বলবৎ আছে সেখানে শিক্ষার দায়িত্বের বিরাট অংশ স্থানীয় সরকার কিংবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপরে ন্যস্ত করা আছে। এমনকি যেখানে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানেও বর্তমান গতি শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে ঐতিহাসিক ভাবে শিক্ষা কেন্দ্রীয় ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে তার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন বর্তমানে আর্জেনটিনা, চিলি, কলাম্বিয়া, কোস্টারিকা, মেক্সিকো, নিকারাগুয়ে, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশে বেশি বেশি করে স্থানীয় প্রশাসনের উপর শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে-শিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে।

একই ভাবে স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স, মিশর,মরক্কো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা এমনকি বিলাতের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি অধিক অধিক পরিমাণে অনুসরণ করা হচ্ছে।

আর সেই মুহূর্তে বহু বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের দেশে শিক্ষাকে ক্রমশই কেন্দ্রীয়করণ করা হচ্ছে। সংবিধান প্রণেতাগণ সঠিক কারণেই শিক্ষাকে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে রেখেছিলেন। কোঠারী কমিশন এই ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময়ে শিক্ষাকে যুগ্ম-তালিকায় (যা প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকায় নেওয়ারই প্রায় শামিল) নেওয়া হয়। নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তনের পর শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বেশি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ দেশের সকল অ-কংগ্রেস (ই) রাজ্য সরকার শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার বিপরীত দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। সারা পৃথিবীর গতির ঠিক উল্টো পথেই ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন দেশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেছে। পৃথিবীর ২০০টি দেশের তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৬৮টি দেশে ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়েকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনার আইন প্রণয়ন করেছে এবং তা কার্যকরী হয়েছে। ৩০টি দেশে এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। ২টি দেশের তথ্য পরিষ্কার নয়। আমাদের দেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র এলাকায় মাত্র বাধ্যতামূলক ভাবে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েকে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে নয়। আর যে কয়েকটি শহরের জন্য এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে তার কোনটিতেই এই আইন এখনও পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি।

এসিয়া মহাদেশের ৫১টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশে, আফ্রিকা মহাদেশের ৪৬টি দেশের মধ্যে ১২টি দেশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ৪৫টি দেশের মধ্যে ২টি দেশে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ নেই। বাকী সকল দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন বলবৎ আছে। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কত করুণ!

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিক্ষাকে প্রধানত: তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরে মূলত প্রাথমিক শিক্ষা, দ্বিতীয় স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তৃতীয় স্তরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই তিন স্তরে বিশ্বে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৮২) দেওয়া হল:

	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর	মোট
মোট ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা	৫৭৯,২১৭,০০০	২৪১,১৬৪,০০০	৫০,১৬২,০০০	৮৭০,৫৪৩,০০০
তার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা	২৫৭,১১৯,০০০	৯৬,২১৬,০০০	২১,৪৭৬,০০০	৩৭৪,৮১১,০০০

অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৪৩ জন ছাত্রী। ভারতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯,৮৮,২১,৫৮১। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬ ভাগ ভারতবাসী কিন্তু বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ১১ ভাগের কিছু বেশি মাত্র ভারতে।

ভারতের ছাত্রীসংখ্যার হার পৃথিবীর গড় হার অপেক্ষা অনেক কম। স্তর ভেদ অনুযায়ী পরে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির তুলনামূলক হার নিচে দেখানো হল (১৯৮০)ঃ

	প্রাথমিক স্তর	মাধ্যমিক স্তর	ডিগ্রী স্তর	সর্বস্তরের গড়
পৃথিবীর গড়	৯১. ৩	৪৩. ০	১৭. ৭	৫৩. ৬
আফ্রিকা	৭৮. ১	২১. ০	৫. ৬	৩৫. ১
এসিয়া	৮৪. ৮	৩৪. ৯	১০. ১	৪৫. ৯
উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৮৫. ৯	৩১. ২	১১. ২	৪৬. ২
ভারত(১৯৮১)	৮৩. ০	২৪. ০	৪. ৮	৩২. ০

অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা কত অংশ শিক্ষার কোন স্তরে অন্তর্ভুক্ত তার একটি চিত্র নিচে দেওয়া হল (১৯৮২)ঃ

	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
বিশ্বের গড়	৬৬. ৫	২৭. ৭	৫. ৮
এসিয়া	৭০. ৪	২৬. ৪	৩. ১
ভারত	৭০. ০	২৭. ৫	২. ৫

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, অনার্সসহ সকল স্নাতক শ্রেণীগুলিতে সর্বসাকুল্যে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ২১,১৫,২৫৭ জন। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ০. ৩ ভাগ মাত্র। পৃথিবীর গড়ের অনেক নিচে।

সারা বিশ্বে

প্রথম স্তরে গড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জন বালিকা
দ্বিতীয় স্তরে ,, ৪০ ,,
তৃতীয় স্তরে ৪৩ ,,

আফ্রিকার দেশসমূহে

প্রথম স্তরে গড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন বালিকা
দ্বিতীয় স্তরে ,, ৩৯ ,,
তৃতীয় স্তরে ,, ৪৩ ,,

এসিয়ার দেশগুলিতে

প্রথম স্তরে গড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন বালিকা
দ্বিতীয় স্তরে ,, ২৭ ,,
তৃতীয় স্তরে ,, ৩২ ,,

আর ভারতে এই চিত্র

প্রথম স্তরে গড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বালিকা
দ্বিতীয় স্তরে ,, ৩৩ ,,
তৃতীয় স্তরে ২৬ ,,

শিক্ষকের সংখ্যা

বিশ্বে শিক্ষকের সংখ্যা ৩৯,৩২৬,০০০ জন। বিভিন্ন স্তরে তাঁদের শতকরা হার দেখানো হলঃ

	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
বিশ্বের গড়	৫৩. ৩	৩৬. ৭	১০. ০
এসিয়া	৫৮. ৪	৩৫. ৭	৫. ৯
আফ্রিকা	৬৮. ৩	২৭. ৮	৩. ৯
ভারত(১৯৮২-৮৩) (মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩৩,৯৪,০০০)	৪০. ৯	৫২. ৮	৬. ৩

শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের একটি চিত্র নিচে দেওয়া হলঃ

প্রথম স্তর

একজন শিক্ষক প্রতি ছাত্র-সংখ্যা ২১ (৫৬টি দেশে), ২১ থেকে ৩০ (৬২টি দেশে), ৩১-৪০ (৪৩টি দেশে) ৪১-৫০ (২০টি দেশে) এবং ৬০-এর বেশি (৪টি দেশে)।

ভারতে এই হার ৪৩।

উন্নয়নশীল দেশের ১৫৮টি দেশে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা কম।

দ্বিতীয় স্তর

শিক্ষক প্রতি ১১ জন ছাত্র (১২টি দেশে), ১১ থেকে ২০ (১০৯টি দেশে), ২১ থেকে ৩০ (৬১টি দেশে), ৪০-এর বেশি (২টি দেশে)।

ভারতে এই হার ১৯।

উন্নয়নশীল দেশের ১১২টি দেশে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা কম।

তৃতীয় স্তর

শিক্ষক প্রতি ৫ জন ছাত্র (১৫টি দেশে), ৬ থেকে ১০জন (৬৩টি দেশে), ১১ থেকে ১৫ জন (৪৮টি দেশে), ১৬ থেকে ২০ জন (১৯টি দেশে), ২১ থেকে ২৫ জন (৭টি দেশে) এবং ২৫-এর বেশি (৮টি দেশে)

ভারতে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের সংখ্যা ১৫।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ১২৬টি দেশে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা কম।

শিক্ষিকাদের হার

বিশ্বে (১৯৮২) প্রথম স্তরে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে শিক্ষিকাদের শতকরা হার ৫২, দ্বিতীয় স্তরে ৩৬ এবং তৃতীয় স্তরে ১২ মাত্র

ভারতে এই হার যথাক্রমে ৩৯, ৩২ এবং ১৮।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষিকাদের হার যথাক্রমে ৪৮ এবং ৩৪।

বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা

পৃথিবীর ৪৫টি দেশে বিদেশ থেকে আগত ৮,৬০,৫৮৫ জন ছাত্র ১৯৮০ সালে ভর্তি হয়। তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,১১,৮৮২, ফরাসী দেশে ১,১০,৭৬৩, সোভিয়েত রাশিয়ায় ৬২,৯৪২, পশ্চিম জার্মানিতে ৬১,৮৪১, সুইজারল্যান্ডে ৫৬,০০৩ লেবাননে ৩১,০২৮, কানাডায় ২৮,৪৪৩, ইটালিতে ২৭,৭৮৪, মিশরে ২১,৭৫১, রোমানিয়ায় ১৫,৮৮৮ জন, ভারতে এই সংখ্যা ১৪,৭১০ জন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা এবং উন্নয়নের (রিসার্স অ্যান্ড ডেভেল্যাপমেন্ট)

বাবদ বিশ্বের দেশগুলি গড়ে জাতীয় আয়ের (জি. এন. পি.) শতকরা ২.০৪ ভাগ ব্যয় করে (১৯৮০)। এসিয়া মহাদেশের দেশগুলি করে ১.০৮ ভাগ।

ভারতে এই ব্যয়ের পরিমাণ ০.৬ ভাগ।

জনসংখ্যার প্রতি দশ লক্ষ পিছু পৃথিবীতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৭০৯ (১৯৮০)।

এই সংখ্যা আফ্রিকার দেশসমূহে	৮৬
এসিয়ার দেশসমূহে	২৭৩
উন্নয়নশীল দেশসমূহে	১২৫

তার মধ্যে ইন্দোনেসিয়া ৫৭, পাকিস্তান ৬৩, ফিলিপাইন ৯৭, ইরান, ১৫৯, শ্রীলংকা ১৬৯, দক্ষিণ কোরিয়া ৪১৮।

ভারতে এই সংখ্যা ৪৭।

শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের বিভাজন

শিক্ষা বাবদ সরকারি ব্যয়ের কত অংশ কোন খাতে ব্যয় হত তার একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলঃ

১	২	৩	৪	৫	৬
	শিক্ষা প্রশাসন	শিক্ষকদের বেতন-ভাতা	শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি	ছাত্রবৃত্তি	অন্যান্য
	%	%	%	%	%
ভারত	১১. ১	৬৯. ৭	১. ৩	২. ৮	১৫. ১
তানজানিয়া	৯. ২	৩৫. ২	১৫. ৯	১৩. ২	২৬. ৫
জিম্বাবোয়ে	৩. ১	৮২. ৮	০ ৪	০. ৭	১৩. ০
কানাডা	৮ ২	৫০ ৪	৯. ৭	৩. ৯	২৭. ৮
কিউবা	৪. ০	৩৭. ৬	৫. ৯	১. ৬	৫০. ৯
মেক্সিকো	১১. ৭	৬১. ৫	১. ১	০ ১	২৫. ৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯. ১	৫২. ৫	২. ৫	১. ৪	৩৪. ৫
আফগানিস্থান	৩২. ৬	৫০. ৬	১০. ৪	–	৬. ৪
বাংলাদেশ	৬. ৬	৭০. ৭	০. ১	০. ০	২২. ৬
ভূটান	৭. ৬	৪৬. ৪	৬. ০	৩৪. ৮	৫. ২
জাপান	৭. ৪	৪৮. ৪	৬. ৩	১. ২	৩৬. ৭
নেপাল	১১. ৭	৫৯. ২	৭ ১	৩. ৪	১৮. ৬
শ্রীলংকা	১. ৯	৮৩. ১	৩. ৮	০. ৪	১০. ৮
সিঙ্গাপুর	২. ৭	৯০. ১	০. ০	১. ১	৬. ১
ইংল্যান্ড	৬ নং স্তম্ভের সাথে যুক্ত	৫০. ২	৪. ০	৯. ২	৩৬. ৬

শিক্ষার স্তর ভেদে সরকারি ব্যয়ের একটি চিত্র

১	২	৩	৪	৫
	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর	অন্য প্রকার
	%	%	%	%
ভারত (১৯৮০)	৩৬.০	২৪.০	১৩.৫	২৬.৫
পাকিস্তান	৩৯.০	৩২.৬	১৯.৭	৮.৭
বাংলাদেশ	৪৪.২	২৯.৪	২৩.৪	৩.০
আফগানিস্তান	৪৩.২	২২.০	১৯.৩	১৫.৫
ব্রহ্মদেশ	৮৭.১			১২.৯
আলজেরিয়া	৬১.১	৩৮.৯		০.০
জিম্বাবোয়ে	৬০.৮	১৩.৯	১০.৬	৪.৭
কিউবা	২২.৮	৪৩.৩	১০.৬	২৩.৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৮১)	৬৩.৪			৩৬.৬
থাইল্যান্ড (১৯৮২)	৬১.১	২৩.৩	১২.২	৩.৪
পশ্চিম জার্মানী	১৬.০	৫৩.৬	১৫.১	১৫.৩
ইংল্যান্ড	২৬.২	৪০.১	২২.৪	১১.৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩৩.৭	১৬.০	২৩.৫	৩৬.৮

গ্রন্থ প্রকাশন

কোন দেশের শিক্ষা বিস্তারে যেমন গ্রন্থের একটি অনবদ্য ভূমিকা থাকে আবার গ্রন্থের পরিমাণ এবং মানের দ্বারা সেই দেশের শিক্ষার মান যাচাই করা হয়। ১৯৮২ সালে বিশ্বে ৭,৬৫,৫০০ শিরোনামার বই প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে হয়েছে ১০,৩৯১, চীনে ২২,৯২০, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫১,৫৯৫। হিসেব করে দেখা গেছে, বিশ্বের জনগোষ্ঠীর প্রতি ১০ লক্ষ লোক পিছু বছরে গড়ে ১৬৭ খানি শিরোনামার বই প্রকাশিত হয়। ভারতে হয় ১৫ খানি। এসিয়ার দেশগুলিতে ৫৮, আফ্রিকার দেশগুলিতে ২৮, আমেরিকার দেশগুলিতে ২৫৫, ইউরোপের দেশগুলিতে ৫৫৮ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৪৮। পৃথিবীর শতকরা ১৬ জন মানুষের বাসস্থান ভারতে হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশিত পুস্তকের মাত্র ১.৩ ভাগ প্রকাশিত হয় এখানে। অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে দুনিয়ায় যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তার শতকরা মাত্র ১.৪ ভাগ হয় ভারতে।

কিন্তু শিশু সাহিত্য প্রকাশনা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত শিরোনামার বই প্রতি বছর প্রকাশিত হয় জাপানে ৩,৭০২ খানি, কোরিয়ায় ৩,৮৫৯ খানি, স্পেনে ৩,৭৪৫ খানি, মালয়েসিয়ার মত একটি ক্ষুদ্র দেশে ৬৬৮ খানি আর আমাদের দেশে হয় ৪৫৯ খানি।

কাগজের ব্যবহার

একটি দেশের আর্থিক অবস্থার পরিমাপ করার জন্য দেখা হয় ঐ দেশে মাথাপিছু লৌহ এবং ইস্পাতের ব্যবহারের পরিমাণ কত। একটি দেশের শিক্ষার ব্যাকপতা ও মান নির্ধারণ করার জন্য দেখা হয় ঐ দেশে কাগজের ব্যবহারের হার কি ধরনের। বিশ্বে (১৯৮২ সালে) লেখা ও ছাপার কাগজের ব্যবহার হয় গড়ে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যা পিছু ৯,০০০ কে.জি.। জাপানে এই হার ১৮,৯০৮ কে. জি., কিউবাতে ২,৬৫৭ কে. জি., শ্রীলংকায় ১,৪৬২ কে. জি., এমন কি নিকারাগুয়েতে ১,৮৭৫ কে. জি.। আফ্রিকার দেশসমূহে ১,২০০ কে. জি. এবং এসিয়ার দেশগুলিতে ৩,২০০ কে. জি.। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড়ে ১,৮০০ কে. জি.। আর আমাদের এই ভারতে কাগজের এই ব্যবহার ৩২৯ কে. জি. মাত্র। বিদ্যাচর্চায় এ বিশ্বে আমরা কোথায় আছি!

সংবাদপত্র

শিক্ষার ব্যাপ্তির আর একটি মানদন্ড দেশে প্রচলিত সংবাদপত্রগুলির পাঠকের সংখ্যা। বিশ্বে প্রতি ১,০০০ অধিবাসী পিছু গড়ে ১১২ খানা দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রিত হয়। অন্যান্য দেশগুলির একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেওয়া হলঃ

প্রতি এক হাজার অধিবাসী পিছু দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার

বিশ্বের গড়	১২২
এসিয়ার দেশগুলি	১৫৮
আফ্রিকার দেশগুলি	১৮
ইউরোপের দেশগুলি	৩১১
দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি	৮৬
উন্নয়নশীল দেশগুলি	৪০
ভারত	২২

উপসংহার

হরষে-বিষাদ-ঘন পরিবেশে অবশেষে কয়েকটি মন্তব্য নিবেদন করতে চাই। ১৯৫১ সালে লোক-গণনার দশ বছর পরে ১৯৬১ সালে দেখা গেল, ভারতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি বেড়ে গেছে। আর দশ বছর পরে ১৯৭১ সালে এই মানুষের সংখ্যা বাড়ল আরও ৪ কোটি। এবার ১৯৮১ সালে দেখা গেল, লেখা পড়া-না-জানা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল ৭ কোটি। এই উন্নতি (?) গাণিতিক হারে না জ্যামিতিক হারে-সে আলোচনায় না গিয়েও এইটুকু শুধু আশঙ্কা-এর পরিণাম কি? এর শেষ কোথায়? স্বাধীনতা লাভের সময়ে সমগ্র ভারতে যা ছিল জনসংখ্যা আজ শুধু আমাদের দেশে কেবল নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই তার থেকেও বেশি। আজ ৪৮৫ কোটি জনসংখ্যাযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে ৭৬ কোটি জনসমষ্টি সমন্বিত ভারতে বিশ্বের নিরক্ষর মানুষ শতকরা ৪৪ ভাগ বসবাস করেন। কি লজ্জার-কি ঘৃণার কথা! অবশ্য নয়া শিক্ষানীতির মূল কথা একবিংশ শতাব্দী তো এসে গেল-তাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে ঘরে ঘরে-সেজন্য এই শিক্ষানীতির প্রথম দলিলে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে কণ্ঠস্বরকে উচ্চ গ্রামে চড়িয়ে দিয়ে গদগদ-ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্ববাসী যখন একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবেন তখন তাবৎ বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের শতকরা ৫৪.৮ ভাগই থাকবে বহু গৌরবের পুণ্য ভূমি শুধু আমাদের এই ভারতবর্ষেই। সেই জন্যই তো প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব নিতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করেছেন-শুধু চাকচিক্যময় গুটিকয়েক নবোদয় বিদ্যালয়ের মধ্যে তার ইতি-কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে মনস্থ করেছেন। আর উচ্চশিক্ষার প্রসারের দিকে দৃষ্টিকে যৎপরোনাস্তিভাবে সংকুচিত করে মুষ্টিমেয় উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদন করে গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পন্ন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পূর্বপুরুষের গগনচুম্বী সুমহান কীর্তিকে অম্লান রাখতে-জাতীয় গরিমাকে সমুজ্জ্বল করতে-বিশ্ববাসীর নিকট আত্মমর্যাদার সাথে ভারতবাসী বলে নিজ পরিচয় দিতে-ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সম্মানের সাথে এদেশকে বাসযোগ্য করে তুলতে-শিক্ষার অঙ্গনে আমরা কি কর্তব্য পালন করতে মনস্থ করব? এ প্রশ্নের জবাব আমাদেরই দিতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট আমরা অপরাধী থেকে যাব। আমরা যারা বয়স্ক, যারা অভিভাবক, যারা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত-আজ প্রত্যেকের নিকট কবি সুকান্তের সেই দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিধ্বনিত হোক।

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।

যে সকল পুস্তকাদি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ঃ

1. A Hand Book of Educational and Allied Statistics (Govt. of India).
2. Analysis of Budgeted Expenditure of Education, Govt. of India (1981-82 to 1982-83)
3. Book of Knowledge.
4. Challenge of Education—Govt. of India.
5. Demands for Grants of Ministry of Human Resource Development, Govt. of India (1986-87).
6. Economic Survey (1985-86), Govt. of India.
7. Education in Asia and Pacific—1982 (UNESCO).
8. Educational Development of Women in India (Govt. of India).
9. Encyclopaedia Britannica.
10. International Year Book of Education—1982 (UNESCO).
11. Plan Budget for 1986-87 (Govt. of India).
12. Population Projections for India (1981-2001) Census Commissioner of India.
13. Press in India—1984 (Report submitted in Lok-sabha—Sri V.N. Gadgil, Minister of Information and Broadcasting).
14. Programme of Action—National Policy on Education—1986 (Govt. of India).
15. Selected Educational Statistics (1981-82 and 1982-83) Govt. of India.
16. Seventh Five Year Plan (1985-90) Govt. of India.
17. Statistical Year Book—1984 (UNICEF).
18. The State of the World's Children—1984 (UNESCO).
19. Women Education in India—National Institute of Educational Planning and Administration.
20. ইতিহাস অভিধান (ভারত)-যোগনাথ মুখোপাধ্যায়।
21. ছোঃ বিশ্বকোষ-মডার্ন বুক এজেন্সী।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

পরিবহণ চালকদের দাবি স্বীকৃত

গত ১২ ডিসেম্বর ৮৬ থেকে ২০ ডিসেম্বর ৮৬ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ চালকদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে এক রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট হয়। রাজ্য সরকার তাদের অসুবিধাগুলি বিবেচনা করে দেখেছেন, এমন সময় তারা ঐ ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কমিটি পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে একটি দীর্ঘ দাবিসনদ পেশ করে। তাদের এইসব দাবিগুলির মধ্যে কিছু দাবি পরিবহণ দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর বেশির ভাগ দাবিই রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ আলোচনার পর রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত মূল ন'টি দাবি গৃহীত হয়েছে।

কোঅর্ডিনেশন কমিটির দাবিসনদে এমন কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচ্য বিষয়, যেমন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির দাম কমানো এবং নকল টায়ার টিউব বিক্রির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এই সমস্ত বিষয় হতে পারে না, আর সেইজন্য এব্যাপারে কোনরকম ব্যবস্থাও গৃহীত হতে পারে নি।

কোঅর্ডিনেশন কমিটির কোন কোন দাবি জাতীয় নীতি, জনস্বাস্থ্য পথ নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নীতির দিক দিয়ে বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য হয় নি।

ধূম্র-দূষণ আইন থেকে রেহাই, পুরনো যানবাহনের ক্ষেত্রে কর কমানো, মোটরযান চেক পোস্টগুলি তুলে দেওয়া, বন্দর এলাকায় অন্য রাজ্য থেকে আসা লরির প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ, বড়বাজার ও শ্যামবাজারের মত ভিড়ে ভারাক্রান্ত এলাকায় যানবাহন দাঁড় করানো, বৃত্তিকর প্রভৃতি প্রদান থেকে রেহাই দান—এসব সরকার সুস্পষ্ট কারনেই গ্রহণ করতে পারেন নি।

রেডিও মেকানিক্স শিক্ষা প্রকল্পের উদ্বোধন

আমতা-১ যুব কল্যান দপ্তরের উদ্যোগে তিনমাস ব্যাপী এক রেডিও মেকানিক্স্ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন গত ১৭ ডিসেম্বর তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন নিমাই মান্না। যুব কল্যাণ আধিকারিক এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এই প্রকল্পের প্রশিক্ষক-ও বক্তব্য রাখেন। আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মোট ছাব্বিশ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

আলিপুরদুয়ারে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ

গত ২৯ অক্টোবর '৮৬ বনবিভাগ কর্তৃক আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ বৎসরের রাজ্যস্তরের তৃতীয় বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথমটি কলিকাতায় এবং দ্বিতীয়টি মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীনৃপেন দাস। এছাড়া, সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক জলপাইগুড়ি, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ডঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী এবং বন বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

সভায় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষ ও প্রাণীজগতের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

বন্যপ্রাণী আধিকারিক তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে বন্যপ্রাণী বলতে বন এবং বনাশ্রয়ী সমস্ত পশুপাখী ও কীটপতঙ্গকেই বোঝায়। সুতরাং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সাথে সাথে এদেরও রক্ষা করতে হবে। তিনি আরও বলেন বিগত ৪০০ বৎসরে পৃথিবী থেকে ৪,৫০০ ধরণের প্রাণী এবং ২০,০০০ বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের বিলুপ্তি ঘটেছে। যার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যের গাঁথা মালার সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিবর্তনবাদে একটি বস্তুর নিঃশেষ হবার পূর্বেই আরেকটি বস্তুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতে এ নীতি খাটেনা। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীর কোন একটি দেশে একক ভাবে দেখা যায় না। তার ফলে এখানে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি পালনের পক্ষে খুবই উপযোগী। সেই হেতু এখানে এক শৃঙ্গ গন্ডার, বাঘ ইত্যাদির বাস করার পক্ষে খুবই উপযোগী। সুতরাং এই সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করার বিশেষ দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের। আশার কথা বিগত ২ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে একটি গন্ডার হত্যার খবরও পাওয়া যায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত বন্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্তরে জল ও লবণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। বনবিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বন্যপ্রাণী আধিকারিক সহযোগিতার আহ্বান জানান।

জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের প্রয়োজনের কথা বলেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য শ্রীডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী বলেন সাম্রাজ্যবাদের নীতি ছিল প্রকৃতিকে জয় করা এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা। রক্ষা করার কথা চিন্তায় ছিল না। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জীবজন্তুর প্রয়োজনে বন রক্ষা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্যপ্রাণী রক্ষায় জনগণের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানান।

জলপাইগুড়ি জেলার সভাধিপতি শ্রীনৃপেন

দাস সভাপতির ভাষণে বলেন যে কিছু মানুষ অভাবের তাড়নায় পেটের দায়ে বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে। বনজ সম্পদ রক্ষা কল্পে সামাজিক প্রতিরোধ একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে, তিনি সমাজের একাংশের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানান।

এই উপলক্ষে একটি বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদের রঙীন ছবির প্রদর্শণী করা হয়।

অবশেষে 'অরণ্য আমার'' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

চাঁদপাড়া হাইস্কুলে নিবিড় জন সংযোগ প্রকল্প

নিবিড় জনসংযোগ প্রকল্পে চাঁদপাড়া হাইস্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে গত ১৭.১২.৮৬ "মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসার'' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষক ছাত্ররা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসার নিয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিন্তু উচ্চস্তরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ছাত্র সুদীপ্ত মজুমদার বলে ইংরেজ ভারতে ইংরেজি ভাষা চাপিয়েছে। স্বাধীন ভারত সরকার বর্তমানে হিন্দি চাপানোর সুবন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু সংবিধান স্বীকৃত ভাষা বাংলার জন্য কিছু করছে না। যে বাঙালী যুবকরা এককালে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করেছিল সেই বাঙালী বর্তমানে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই বাঙালী যুবকদের ফিরিয়ে আনতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে দেশাত্মবোধ বাড়াতে হবে। শিক্ষক শ্রী জসীমউদ্দিন বলেন সরকারের কর্মসূচি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসার। কিন্তু অন্য ভাষা শিক্ষার কোন বাধা নেই।

অনুষ্ঠানের সভাপতি চাঁদপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীদিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন শিক্ষা ছাত্র ও শিক্ষকের সেতুবন্ধন। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত জাতি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত। মানুষ জন্মের আগে তার মায়ের দুধের সাথে পরিচিত ফলে জন্মের পর অন্যান্য পুষ্টি উপাদানে ভর্তি খাবারের চেয়ে তার মায়ের দুধ সহজ পাচ্য। সেই মত জন্মের পরে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় যদি শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষা তার কাছে সহজ বোধ হবে। কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষা দিলে ভাষাটাই তার কাছে বাধা হয়ে দাড়াবে।



হরিপাল ব্লক

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ২৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় হরিপাল ডাক বাংলো ময়দানে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী বামফ্রন্ট সরকারের নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব এর সূচনা হয়। উদ্বোধক বিধানসভার সদস্য শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জনগণের আশা ভরসার প্রতীক রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৯ বছর অতিক্রান্ত করে দশম বর্ষের কর্মকান্ড সুরু করেছে। মহাকরণ থেকে নয় জনতার পাশে দাঁড়িয়ে সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। একে রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। আত্ম-সমীক্ষার দৃষ্টি নিয়ে ব্লক ভিত্তিক পূর্তি উৎসব সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একে সর্বাঙ্গীন সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জানান। বিধায়ক শ্রীবলাই বন্দোপাধ্যায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক বামফ্রন্ট সরকারের কর্ম পদ্ধতি, যাতে গ্রামীণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং এ উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

বিধায়ক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন বিভাগ আয়োজিত প্রদর্শনী মন্ডপ সহ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের "জনকল্যানে বামফ্রন্ট সরকার'' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

২৭ ডিসেম্বর বামফ্রন্ট সরকার ও ভূমি সংস্কার আলোচনাচক্রে পঞ্চায়েত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুনীল মজুমদার বলেন, ভূমি সংস্কার নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন হচ্ছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ও সুসংহত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কার কর্মসূচির প্রথম লক্ষ্য হল জমির মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈষম্য ও অসঙ্গতিগুলি অন্ততঃ কিছু পরিমানে দূর করা। শ্রীমজুমদার বলেন, ভূমি সংস্কার নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার তিনটি দাবি আদায় করেছে। ১) জমিদারী প্রথা বিলোপ ২) উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ ৩) শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত না করে গ্রামভিত্তিক করা।

কৃষক আন্দোলনকে পিছিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাংগার উস্কানী দেশের দরিদ্রতম মানুষের স্বার্থে সংবিধান তৈরি না হওয়ার প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

পরিশেষে শ্রীমজুমদার পশ্চিম নারায়ণপুরে ৯ জন, ধান্যহানার ২১ জন, ডাংগা মহেশপুরে ৫ জন, হারাটের ৩জন, দোগেড়িয়ার ১জন, রঘুনাথপুরের ১জন এবং আমিনপুরের ১জন, মোট ৪১ জন ভূমিহীন কৃষি মজুরদের খাস জমির পাট্টা বিলি করেন।

শ্রীবলাই বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। তিনি বলেন, বর্গাদার নথীভুক্তিকরণ পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার দরিদ্র মানুষের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের কাজে এ অগ্রগতি ব্যাহত হতে দেবেন না।

২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর বয়স্ক শিক্ষার প্রসার এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সেমিনার এ নিরক্ষতা দূরীকরণে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাসহ বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগতির দিক তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তা। ছোট পরিবারই সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি দিতে পারে ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন নীতির উল্লেখ করা হয়।

এ ছাড়া জাতীয় সংহতি প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন অধ্যাপক নির্মল মুখোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ হরিপাল জাগরনী পালা এবং ডঃ হিরন্ময়

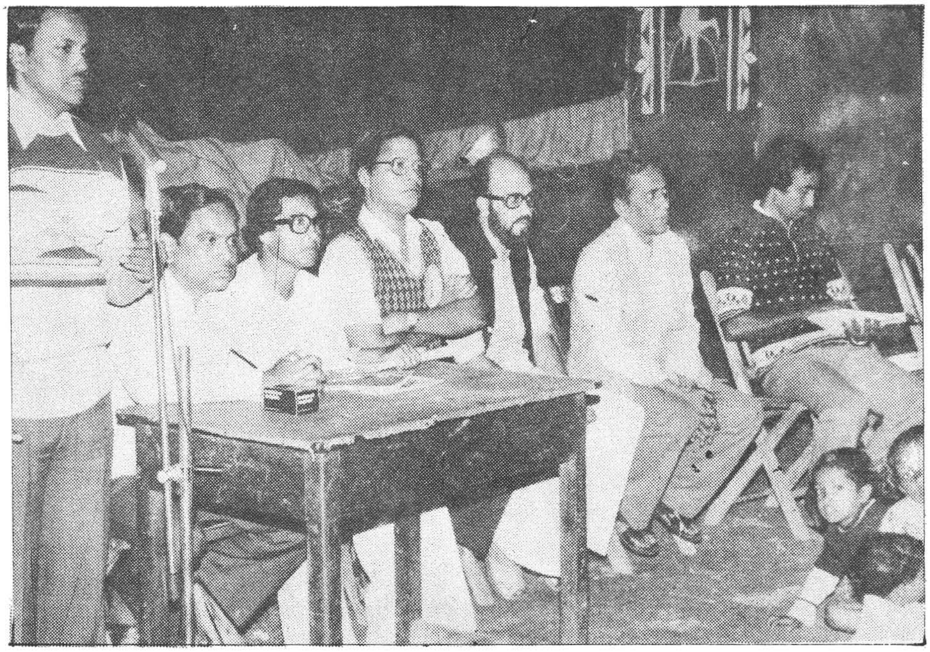
ঘোষাল ও সম্প্রদায় গণসংগীত পরিবেশন করেন।

তথ্য ও সংস্কৃতিক বিভাগের লোকরঞ্জন শাখা নিবেদিত 'রাজা রামমোহন' নাটক পরিবেশিত হয়। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'রবীন্দ্রনাথ' চলচ্চিত্র ছাড়াও 'অর্ঘ' এবং আন্তর্জাতিক খেলাধূলা প্রভৃতি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীশিবপ্রসাদ ঘোষ।

মগরা

মগরা পঞ্চায়েত সমিতি এবং হুগলী সদর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বামফ্রন্ট সরকারের নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০.১২.৮৬ তারিখে দিকসুই গ্রামে। উক্ত উৎসবে সভাপতিত্ব করেন মগরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদর্শন কর এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত নয় বছরে খেটে খাওয়া মানুষ, এবং শিল্প, কৃষি ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন দিকসুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতি শ্রীকর গত নয় বছরে মগরা পঞ্চায়েত সমিতির অগ্রগতির বিবরণ পেশ করেন। হুগলী সদর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে "জন কল্যানে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক পোষ্টার প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন হুগলী জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে গণসংগীত, আবৃত্তি পরিবেশিত হয় ও শেষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে ও প্রদর্শনীতে প্রচুর জন সমাবেশ হয়।



হরিপাল ব্লকে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র।

কালনা ১নং ব্লক

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্যে সম্প্রতি কালনা তথ্য দপ্তরের পরিচালনায় এবং কালনা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্হাপনায় মছলন্দপুর বালিকা বিদ্যালয়ে বামফ্রন্ট সরকারের নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন স্হানীয় বিধান সভার সদস্যা শ্রীমতী অঞ্জু কর। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন বিগত নয় বছরে পশ্চিমবঙ্গের হতশ্রী সর্বস্বান্ত লক্ষীছাড়া গ্রামগুলিতে এতদিনে জ্বলেছে প্রকৃত স্বরাজের প্রদীপ। সেই প্রদীপ থেকে সমগ্র ভারতের নিষ্প্রদীপ গ্রামগুলিতে আলো জ্বালবার সাড়া পড়ে গেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে সারা ভারতের গ্রাম জাগানোর পথিকৃত। এতদিন পরে জেগেছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বরিক্ত গ্রাম গুলি। জেগেছেন তার দীর্ঘ অবহেলিত গ্রাম দেবতারা। ঘুম ভেঙেছে প্রাণশক্তিতে ভরপুর গ্রামে ভরা পশ্চিমবঙ্গের।

"জন কল্যানে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীমনসুর হবিবুল্লাহ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংহতি এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্য, গণসঙগীত, বৃন্দ গান এবং নাটকের ব্যবস্থা ছিল। মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্তৃক ও তথ্য চিত্র প্রদর্শীত হয়।



মগরা ব্লকে আয়োজিত 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' শীর্ষক প্রদর্শনী।

নলহাটি

১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬ নলহাটি ২নং ব্লকে বামফ্রন্ট সরকারের ৯ম বর্ষ পূর্তি উৎসব অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬.১২.৮৬ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে মশাল দৌড় শুরু হয়। এই দৌড়ের পুরো ভাগে অংশ গ্রহণকারী মলয় সমীরন ঘোষের হাত থেকে মশাল গ্রহণ করেন উক্ত ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। প্রধান অতিথি ভূমি রাজস্ব ও পঞ্চায়েত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুনীল মজুমদার ৯টি প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন নলহাটি ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুকবেল হলব্বী। উদ্বোধনী সংগীত ও সুভেনীর প্রকাশের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

মহকুমা তথ্য আধিকারিক তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন বামফ্রন্ট সরকার নয় বৎসর ক্ষমতায় থেকে কি কি কাজ করেছেন এবং কি কি করতে পারেননি তার জবাব দিহির জন্য এই জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সুদুর প্রসারী।

রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅরুণ রায়চৌধুরী পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে বলেন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীনকালে কিন্তু তার প্রতিফলন ঘটছে বর্তমানে। প্রাচীনকালে পঞ্চ জন নিয়ে পঞ্চায়েত অর্থাৎ গোষ্ঠিগত পঞ্চজনের মতামতের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিই ছিল তাদের লক্ষ্য। যার ফলশ্রুতি আধুনিক ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। কিভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে গ্রামবাংলার উন্নতি হয়েছে তা তিনি তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি হিসাবে মন্ত্রী তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে বলেন বামফ্রন্ট সরকার ৯ম বর্ষ অতিক্রম করে ১০ম বর্ষে পা দিয়ে নবম বর্ষ উৎযাপন করছে, এই সরকার কি করেছে কি করতে পারেনি তা জনমানসে তুলে ধরার জন্য।

তিনি বলেন আমরা যা করতে পারিনি তা কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য। যেমন প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের চাকরি পাওয়ার অধিকার আছে। তাই চাকুরির অধিকার আমাদের সাংবিধানিক অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করেননি তারা বলেছেন সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ৫২ বার সাংবিধান পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু উক্ত অধিকার রক্ষা হয়নি। আমরা বেকারদের জন্য বেকার ভাতা দিয়েছি। যাতে তারা বুঝতে পারে আমরা তাদের জন্য ভাবছি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণ দিচ্ছি কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হবে না। তাই বলেছি শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই হয়নি।



নলহাটি ২নং ব্লকে বামফ্রন্টসরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করছেন ভূমিরাজস্ব প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুনীল মজুমদার।

১৯৫৯-৬০ সালে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পরে এই সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে দুই দুই বার পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে, যাতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন গ্রামেরই মানুষ। ফলে তাদের অভাব অভিযোগ-এর কথা সরকারের কাছে পেশ করা সম্ভব হচ্ছে।

অশিক্ষিতি অন্ধকার দুর করার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার করে গ্রামের সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষা পায় এবং মহাজন, জোতদারদের কবল হতে মুক্ত হয়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মডেল স্কুল তৈরি করছেন যেখানে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ও হিন্দি সেখানে আমাদের বাংলা ভাষা নেই। এটা হলে সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েরা কতটুকু শিক্ষিত হতে পারবে?

সরকারি চাকুরে শিক্ষকদের যেমন নিয়োগপত্র আছে তেমনি বর্গাদারদের রেকর্ডের মাধ্যমে তাঁদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটা হয়েছে সরকার আমূল ভূমি সংস্কার করতে আরম্ভ করেছেন বলেই।

কেন্দ্রীয় সরকার ৫৬১৩ কোটি বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পুরনের জন্য খেটে খাওয়া মানুষদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়েছেন। আমরা যখন বলেছি ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম সারা ভারতে এক রাখতে হবে তখন তারা চুপচাপ থেকেছেন। ২০০ কোটির টাকার ট্যাক্স চেপেছে মানুষের মাথার উপর।

সভাপতির ভাষণ ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণের পর সভা শেষ হয়। সন্ধ্যায় গনসংগীত ও বীরভূর নাট্য কেন্দ্রীয় রামপুরহাট কর্ত্তৃক "গরম ভাত" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৭.১২.৮৬ সকাল ১০টা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফুটবল খেলা রবীন্দ্র ও নজরুল কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তর মালা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফুটবল বিজয়ী ও বিজিত এবং প্রতি বিভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিযোগীকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

পুরস্কার প্রদান করেন বীরভূম জেলা সভাপতি শ্রীব্রজ মুখার্জী। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে কাজ করছেন তাতে তাঁদের নীতি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

এই সরকার মহাকরণে বসে দেশ শাসন করেন না, তাঁরা তাদের ক্ষমতা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। সরকার কি করেছেন কি করতে পারেন নি তার মূল্যায়ণ করার জন্য এই পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

অনুষ্ঠানে রামপুরহাট মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্ত্তৃক "জনকল্যানে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক পোষ্টার প্রদর্শনী ও সন্ধ্যায় তথ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আমতা ২নং ব্লক

গত ২৩ ডিসেম্বর '৮৬ অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে ২নং ব্লক প্রাঙ্গণে ৯টি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বছর পূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন উদয়নারায়নপুরের বিধায়ক শ্রীপান্নালাল মাজি। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন আমতা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীশংকর গোলুই। প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতি নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথিবৃন্দ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কল্যানপুরের বিধায়ক শ্রীনিতাই আদক, আমতা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, হাওড়া জেলা

পরিষদের সদস্য শ্রীদেবব্রত সেনগুপ্ত ও শ্রীনিমাই খান্না প্রমুখ ব্যক্তিগণ। স্বাগত ভাষণ দেন আমতা ২নং ব্লকের বি. ডি. ও। উদ্বোধক বিশেষ অতিথিবৃন্দ কেন্দ্রের বৈষম্য নীতি সহ বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাফল্যের কথা বলেন। ত্রান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় বলেন যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে এই সরকার বিশ্বাস করে, তাই পঞ্চায়েত পর্যায়ে জনসাধারনের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। '৭৮-র বিধ্বংসী বন্যায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় হয়েছিল, তাছাড়া কেন্দ্রের বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির জোরালো সমালোচনাও করেন। তিনি ব্লক পর্যায়ে এই উৎসব এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারি কার্যকলাপ জনমানসে তুলে ধরার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি প্রকাশিত স্মরনিকায় আয় ব্যয়ের হিসাবের কথা উল্লেখ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আমতা মহকুমা তথ্য আধিকারিক। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্র সংগীত, গণসংগীত বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে স্বরচিত কবিতা পাঠ সহ ঝিকিরা বান্ধব সম্মিলনী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' নাটক ও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ঐ ব্লকের উন্নয়ন মূলক তথ্য সহ আলোকচিত্র এবং জনকল্যানে বামফ্রন্ট সরকারের শীর্ষক পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

উদয়নারায়ণপুর

উদয়নারায়ণপুরে, ২৯ ডিসেম্বর '৮৬- অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে ৯টি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীপান্নালাল মাজি। উদয়নারায়ণপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীননী চৌধুরী। আমতা মহকুমা তথ্য আধিকারিক এই উৎসবের উপযোগীতার কথা বলেন। উদ্বোধক, প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান সভাপতি বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপসহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি, লোকনৃত্য, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি সাধারণ লোককে আকৃষ্ট করে। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতিকরন ও ব্লক কর্তৃক আয়োজিত আলোকচিত্র সহ উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী ও পোষ্টার প্রদর্শনীতে প্রভূত জনসমাগম হয়। পরিশেষে আমতা তথ্য ও সংস্কৃতিকরন কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

নিবিড় জন সংযোগ প্রকল্প

রামপুরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও কুন্ডলা গ্রাম পঞ্চায়েত এর ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ ডিসেম্বর '৮৬ কুন্ডলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস (কোটাসুর) প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল "গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা" ঐ দিন বেলা ১ ঘটিকায় বীরভূমের অন্ধশিল্পী রাম প্রসাদ দাসের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে ও ত্রিপুরেশ্বর মন্ডল (সভা পতি ময়ূরেশ্বর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি) মহাশয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভায় উক্ত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন হরিপদ মন্ডল (সদস্য কুন্ডলা গ্রাম পঞ্চায়েত) শ্রীশিশির মন্ডল, শ্রীকিরিটি ভূষণ (প্রধান কুন্ডলা গ্রাম পঞ্চায়েত) শ্রীত্রিপুরেশ্বর মন্ডল, শ্রীরেনুপদ মন্ডল প্রমুখ।

আলোচনা সভার সভাপতি শ্রীত্রিপুরেশ্বর মন্ডল মহাশয় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বাংলার সার্বিক উন্নয়ন একমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব বলে উল্লেখ করেন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্পের কাজের কথা আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ক্ষেত্রকর্মী অজিত কুমার মন্ডল এই ধরনের সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে দপ্তরের তরফ থেকে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে রীতা সাহার সংগীত দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি টানা হয়। আলোচনা সভায় প্রচুর জন সমাবেসও হয়।



আমতা ২নং ব্লক প্রাঙ্গণে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন বিধায়ক শ্রীপান্নালাল মাজি। পাশে 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' শীর্ষক পোস্টার প্রদর্শনী দেখছেন ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতীনিরুপমা চট্টোপাধ্যায়।

কালনা ২ নং ব্লক

গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর '৮৬ কালনা মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও কালনা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় বামফ্রন্ট সরকারের নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বিপুল উৎসাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুসষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমতী অঞ্জু কর। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন বামফ্রন্ট সরকার বিগত নয় বছরে ভূমি সংস্কার করে কৃষিতে এনেছে জোয়ার। আজ কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প, খাদ্য ও কর্ম সংস্থান জলসেচ, প্রাথমিক শিক্ষা জল সরবরাহ, স্বাস্হোন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব আজ পঞ্চায়েতের ওপরেই ন্যাস্ত।

তিনি বলেন, ভূমি সংস্কারই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি কৃষকই এই সমৃদ্ধির মূল কারিগর। তাই প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমির স্বত্ব তুলে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে অপারেশন বর্গা।

পূর্বস্হলী ২নং ব্লক

আনন্দ মুখর পরিবেশে গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর '৮৬ কালনা তথ্য দপ্তরের পরিচালনায় এবং পূর্বস্হলী ২নং পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় পাটুলি ব্লক সংলগ্ন রেল ময়দানে বামফ্রন্ট সরকারের নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমনোরঞ্জন নাথ। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা দেশের চিন্তাশীল নাগরিকদের কাছে একটি গভীর ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিচ্ছিন্নবাদকে বুঝতে হলে এর সঠিক মোকাবিলা করতে হলে যুব সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষণে আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ্ বলেন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারি মানুষের কাছে শিক্ষা স্বপ্নের বিষয়। কোন রকমের আক্ষরিক জ্ঞানের পর এদেশের সন্তানেরা পেটের দায়ে বাধ্য হয় জনমজুর খাটতে চায়ের দোকানে, রেস্তোরায়, হোটেলে কাজ নেয়, আর ঘাড়ে করে অপরের সুখের বোঝা বইতে থাকে। কেউ আবার স্কুলের মুখ দেখারও সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি। আদৌ অক্ষর জ্ঞান নেই কিংবা প্রাথমিক পাঠ চুকিয়ে দিয়ে নিজের প্রানের জন্য অপরের ঘানি টেনে চলেছে। সেই সব কোমল শিশু ও কিশোরদের সাক্ষর করা এবং শিক্ষিত করা-সমাজ জীবনে পথচলার উপযোগী করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি নাশ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। সাংবিধানিক বাধা, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, প্রশাসনিক জটিলতার কেন্দ্রিয় সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণ রেখে বিপুল জনগোষ্ঠির সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করার জন্য সর্ব প্রকার উদ্যোগ বলিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করেই বামফ্রন্ট সরকার অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং চলবে। অনুষ্ঠানের দুই দিন জনকল্যানে বামফ্রন্ট সরকার ও মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন এবং পাটুলী পঞ্চায়েত সমিতির নয় বৎসরের উন্নয়ন বিষয়ক পোষ্টার ও ফটো প্রদর্শিত হয়। রাতে মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

রানাঘাট মহকুমার হাঁসখালী

২৩ ডিসেম্বর '৮৬ রানাঘাট মহকুমার হাঁসখালী ব্লকের ময়ূরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে রানাঘাট মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে হাঁসখালী ব্লক পর্যায় বর্ষ পূর্তি কমিটির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল এগারোটায় গ্রাম্য মহিলাদের উলু ও শঙ্খ ধ্বনির মধ্য দিয়ে নয়টি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবিমল চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সুদৃশ্য প্রাচীর পত্রের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক ও বগুলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশান্ত হালদার।

নদিয়ার গর্ব ডি.এল. রায়ের দেশাত্মবোধক উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীগুরুপদ মন্ডল।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন হাঁসখালী পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহি আধিকারিক।

মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা তথ্য আধিকারিক। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই উৎসবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা, আইন, শৃঙ্খলা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুরুত্ব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রাম বাংলার উন্নয়নের প্রকল্পগুলোর সাফল্যগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রীপশুপতি ঘোষ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। গ্রাম বাংলার মানুষকে সরকারের সমস্ত কাজ-কর্ম বিষয়ে অবহিত করানোর জন্য এবং সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীসুশান্ত হালদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে সামাজিক আর্থিক দুর্বল শ্রেণী তাদের দাবি বা অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে, তিনি সরকারি উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক কাজের বিষয়ে উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি পশ্চিমবাংলার রাজনীতি সচেতন মানুষকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হাঁসখালির বিধায়ক শ্রীসুকুমার মন্ডল বলেন, পশ্চিমবাংলার মানুষ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভোটের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সরকার বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মধ্য থেকে সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, কিন্তু ৩৬ দফা কর্মসূচিকে সামনে রেখে জনসাধারণকে কিছুটা সাহায্য করা সহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

সীমিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তিনি পশ্চিমবাংলার ভূমি সংস্কার আইনের কথা, সাম্প্রদায়িক শান্তির কথা, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা, গ্রাম বাংলার উন্নয়নে পঞ্চায়েত ভূমিকার কথা এবং জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও ভূমিকার উল্লেখ সহ সরকারি কর্মধারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবিমল চৌধুরী কৃষি ও কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বিশদভাবে তুলে ধরে কৃষিতে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার ও ক্ষেত মজুরেরা আজ আর অস্পৃশ্য নয়, অবহেলিত নয় তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি করাই এই সরকারের অন্যতম সাফল্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী গোপাল অধিকারী, সুবোধ মন্ডল, ময়ূরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীরোদ বিহারী মজুমদার, ব্লক যুব আধিকারিক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হাঁসখালী পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক গ্রাম বাংলার

উন্নয়নের প্রয়াসে সরকারি কর্মধারা ও চিন্তা ধারা বিশদভাবে উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক সঙ্গীতানুষ্ঠান, ক্ষেত্র ও প্রচার দপ্তরের সৌজন্যে নবীন সঙ্গীত সম্প্রদায় কর্তৃক লোকগীতি ও বাউল গান পরিবেশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠান শেষে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। এই প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাশিয়ান সার্কাস ও পাকা ফসলের করচা।

শান্তিপুর ব্লক

নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকে রানাঘাট মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উৎসব শান্তিপুরের আরবান্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের বাগদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপরিমল ভৌমিক। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি ৯টি প্রদীপ জ্বালিয়ে নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন।

স্থানীয় শিল্পী নীলিমা দত্ত ও মহুয়া দত্তের সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীপ্রকাশ প্রামাণিকের স্বরচিত কবিতা "বন্যার মতো অন্যায় চারি পাশে ঘোরে" অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়।

রানাঘাট মহকুমা তথ্য আধিকারিক স্বাগত ভাষণে এই বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও জনসাধারণের মূল দুঃখ ও কষ্ট উপলব্ধি করে তাঁর প্রতিকারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সরকার তাঁর কর্মধারা ও চিন্তাধারা বিভিন্ন পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারনকে অবহিত করাচ্ছেন। তিনি বলেন, জাতপাতের প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা মুক্ত। তিনি পশ্চিম বাংলার আইন ও শৃঙ্খলার উল্লেখ করেন এবং ভারতের অন্যান্য রাজগুলির সঙ্গে তার তুলনা করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার প্রত্যাবর্তন সহ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের উল্লেখ করেন।

শান্তিপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকর এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর জনকল্যাণমুখি কর্মধারার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এই সরকারের সব চেয়ে বড় সাফল্য সমাজের অবহেলিত মানুষের চেতনার প্রসার ঘটানো। তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যান সহ ও উদাহরণসহ বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

শান্তিপুর ব্লক যুব কল্যাণ আধিকারিক যুবকল্যাণ দপ্তরের সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার কি ভাবে এই দপ্তরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করছেন তার উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে ১৯৭৭ সালের পূর্বের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, এই সরকার গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা সহ পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচনের ফলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার উন্নয়ন দ্রুততর করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাবস্থা করে বামফ্রন্ট সরকার শান্তিপুর এলাকার আর্থিক ও সামাজিক দুর্বল শ্রেনীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছে। এই সরকার শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে কি করে মানুষের চেতনাবোধের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তার উল্লেখ করে বলেন, সমাজের নীচের তলার মানুষকে জাগিয়ে তুলে সামাজিক ও আর্থিক সম্মান প্রতিষ্ঠাই বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম নেতা শ্রীবামাপদ সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন চিরাচরিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এই সরকার জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রশাসনের অভ্যন্তরে সরকারি কর্মচারীরা কাজ করে যাচ্ছেন এবং সরকারের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপরিমল ভৌমিক বলেন এই নয় বৎসরে জনসাধারনের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন তা তুলে ধরেন।

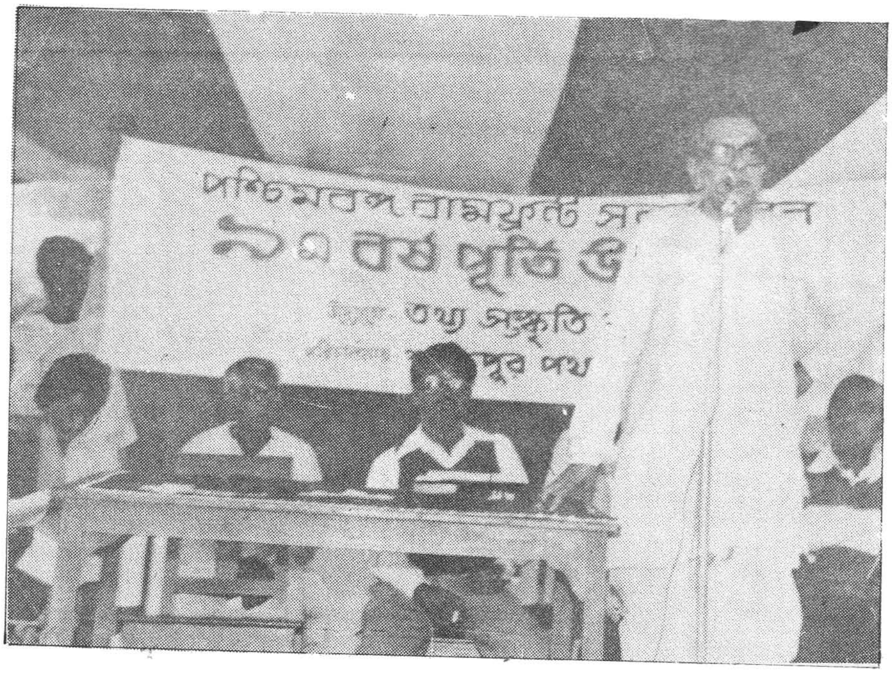
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" বিষয়ে প্রাচীর পত্র প্রদর্শনী উপস্থিত জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করে।

রাত্রে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সিঙ্গুর ব্লক

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চন্দননগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ২৯ ডিসেম্বর দৌলতপুর দলুইগাছা ভারতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

ন'টি প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্তি উৎসব উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীবলাই সাঁবুই। এর



শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানে ভাষণরত আবগারী বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়।

পর শ্রীসাঁবুই তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত জনকল্যানে বামফ্রন্ট সরকার প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রারম্ভিক ভাষণে নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের লক্ষ্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন চন্দননগরের মহকুমা তথ্য আধিকারিক। সিঙ্গুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সিঙ্গুর ব্লক এলাকায় নিম্নবৃত্ত মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের বিস্তৃত বিবরন দেন। সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে ডি. আর. ডি. এ ফুড ফর ওয়ার্কাস, আর. এল. ই. জি. পি. বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্থানীয় খেটে খাওয়া মানুষের উপকারে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে তার বিস্তৃত বিবরন দেন।

শ্রীবলাই সাঁবুই তার দীর্ঘ ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের ৯ বছরের কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৭৭ এর আগে যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে ছিল সে সরকার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে কাজ করতো। অর্থাৎ সে সরকার ছিল প্রশাসন ভিত্তিক সরকার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার জনগণের রায়ে নির্বাচিত হবার পরই ঘোষণা করেছেন, মানুষের সাথে থেকে, পাশে দাঁড়িয়ে সরকার কাজ করবে। তাই পঞ্চায়েত রাজ কায়েম হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার আসার এক বছরের মধ্যেই। শ্রীসাঁবুই বলেন বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ৯ বছর গ্রামীণ মানুষের উপকারে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে চলেছে। ভাগচাষীর স্বার্থ রক্ষা, উদ্বৃত্ত জমি বন্টন ইত্যাদি দরিদ্র্য শ্রেণীর উপকারে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি জমি ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বিলি করা হয়। প্রায় ৮ লক্ষ একর জমি বিলি করা হয় এবং এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩০ কোটি শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে কাজ করতে পারছে। সিঙ্গুর ব্লকের বেড়াবেড়ি অঞ্চলে আগে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারতো না, এখন গোপালনগর থেকে উচিৎপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারে। শ্রীসাঁবুই শিক্ষাব্যবস্থায় ১২ ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। গ্রামীণ পাঠাগারগুলির উন্নতিকল্পে হুগলী জেলায় ৮টি টাউন লাইব্রেরীর বর্ধিত সুযোগ পাওয়া যাবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। শ্রীসাঁবুই মৎস্যজীবী ও সমবায় ভিত্তিতে তাঁতশিল্পের উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন পাটের ক্রমমূল্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের সাথে রাজ্য সরকারের বিরোধ হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা বামফ্রন্ট সরকারের নেই তাই পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প ব্যহত হচ্ছে। তিনি বলেন কেন্দ্র পাটের দাম ২২০ টাকা কুইন্টাল ধ্যার্য করেছেন। রাজ্য দর দিয়েছিল ৬০০ টাকা। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

চন্ডীতলার বিধায়ক মলিন ঘোষ বলেন আপনারা জানেন সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ সফর করে গেলেন—ভাবটা যেন, পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে ডুবে যাচ্ছে। তিনি ভাবছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোকা। তাই হোপ '৮৬ এর আসল উদ্দেশ্যর দিকে তা তাকিয়ে অপসংস্কৃতির স্লোগানে মত্ত হয়েছে। গতকাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফিল্মস্টার শত্রুঘ্ন সিনহা হোপ '৮৬ অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে যে হাজার হাজার জনগন সমবেত হয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিন্ধেশ্বরী দুবেকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি চেতনাকে অনুসরন করুন। শ্রীঘোষ বলেন, হোপ '৮৬ সফল অনুষ্ঠান হবে—কেন্দ্রের সহানুভূতি ছাড়াই। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী যেন ভুলে না যান,





সিঙ্গুর ব্লকে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করছেন জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীবলাই সাঁবুই। পাশে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' শীর্ষক প্রদর্শনী।

কারও দয়ায় বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করছে না। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারন বামফ্রন্ট সরকারকে নির্বাচিত করেছে রাজ্যে শাসন করার জন্য। এই বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব'এ আমাদের সবাইকে এককাট্টা হয়ে সর্বশ্রেনীর মানুষের কল্যানে কাজ করে যেতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কেজিডি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীতপন ঘোষ বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব এর অনুষ্ঠান দলুইগাছায় হচ্ছে বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি কেজিডি অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এলাকার গোপালনগর থেকে উচিৎপুর পর্যন্ত মোরাম রাস্তা তৈরি হয়েছে। এ জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৪০,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। পানীয় জল ব্যবস্থায় প্রতি বছর খরচ হয় ৪০,০০০ টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় কৃষি, পরিবার কল্যান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

পূর্তি উৎসবের সম্পাদক ও শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কমার্ধক্ষ শ্রীধনপতি চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন দিক উন্মোচন করে বামফ্রন্ট সরকার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কেজিডি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীতপন ঘোষ বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব এর অনুষ্ঠান দলুইগাছায় হচ্ছে বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি কেজিডি অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এলাকার গোপালনগর থেকে উচিৎপুর পর্যন্ত মোরাম রাস্তা তৈরি হয়েছে। এ জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৪০,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। পানীয় জল ব্যবস্থায় প্রতি বছর খরচ হয় ৪০,০০০ টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় কৃষি, পরিবার কল্যান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

পূর্তি উৎসবের সম্পাদক ও শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কমার্ধক্ষ শ্রীধনপতি চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন দিক উন্মোচন করে বামফ্রন্ট সরকার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, ১৯৭৭ এর শিক্ষাক্ষেত্রে গণটোকাটুকি অব্যাহত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করেছে জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য হাজার হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক অতীতে কারাবরন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এখন দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আগে ম্যানেজিং কমিটির দয়ায় ১জন মাধ্যমিক শিক্ষক বেতন পেতেন ৩১২ টাকা। সেই শিক্ষক বেতন পান ১২০০ টাকার ওপর। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয় দরিদ্র মানুষের উপকারে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে চলেছে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীশ্যামসুন্দর বাড়ুই বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব কার্যত আত্ম সমীক্ষা-অর্থাৎ জনহিতকর কাজে গরিব মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে শ্রীবাড়ুই সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশন করেন গোপালনগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন করে দলুইগাছা বানী সংঘের সদস্যবৃন্দ। মধুবাটী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দের 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অগণিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পরিশেষে চন্দননগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে।

গাইঘাটা

বনগ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতায় গত ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ব্লকভিত্তিক নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব গাইঘাটা ব্লকের গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার সংলগ্ন মাঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস ফিতে কেটে "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক পোস্টার প্রদর্শনীর এবং নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কতটা কাজ করতে পারলাম, আমাদের ত্রুটি কোথায়? এটা জনগণকে জানাবার জন্যই আমরা এই উৎসব করছি। কারণ বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার। আমাদের সাফল্য ও ত্রুটি জনগণ জানুক। আমরা সরকারে এসেই বর্গা আইনকে কার্যকর করেছি। আমরা গ্রামে গ্রামে নতুন নতুন স্কুল খুলেছি। আমরা চাই মানুষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার চেতনার স্তর উন্নত করুক। মানুষ বুঝতে পারুক এই সরকার আর পাঁচটা সরকারের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। আমরা সরকারে এসেই চার বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি। আমরা এই নয় বছরে মধ্যে কুটির শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করেছি। আজ পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গই গোটা ভারতকে পথ দেখাবে ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করবে। তিনি বলেন, এটা সরকারি উৎসব, আমরা সরকারে বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এখানে এসে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে দেখলাম না। আজকে তাঁরই এই উৎসব পরিচালনা করার কথা। তিনি সরকারি উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে চান না এখা খুবই বেদনার। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। তাই আমরা বিভিন্ন রাজ্যেও এই উৎসব করছি। প্রধান অতিথির ভাষণে বনগ্রামের উপ-মহকুমা শাসক শ্রীননী গোপাল নন্দ বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরের বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণে গাইঘাটা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গত নয় বছরে গাইঘাটা ব্লকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দেন। মহকুমা তথ্য আধিকারিক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীমতী বন্দনা সিংহ ও শ্রীমতী নিবেদিতা রায় সংগীত পরিবেশণ করেন। মন্ডল পাড়া (কালিতলা) প্রগতিশীল অষ্টক সমিতি কর্তৃক অষ্টক নৃত্য গীতি পরিবেশিত হয়। সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

মঙ্গলকোট ব্লক

১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় কৈচর হাটতলায় নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলকোট ব্লকস্তরের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করেন কাটোয়ার বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিংহ। এর আগে একটি বর্ণাঢ্য গণমিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। পরে কোশিগ্রামের রাঁয়বেশে দল একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে উপস্থিত বিশাল জনতাকে মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানের পর এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মঙ্গলকোটের

বিধায়ক শ্রীনিখিলানন্দ সর ও কাটোয়ার পৌরপতি শ্রীশশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীগোপেশ্বর পাল। সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ কর্তৃক 'অরণ্য আমার অরণ্য' চলচ্চিত্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় আলোচনা-সভায় 'রবীন্দ্রনাথের ভারত চিন্তা' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন শ্রীদিলীপ সাহা এবং 'সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অসমধন-বিকাশ জাতীয় সংহতির পরিপন্থী'-এই বিষয়ে আলোচনা করেন কাটোয়া কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ভাদুগান, কবিগান, প্রভৃতি লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক জনসমাগম এইদিনের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে।' উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুইদিন ব্যাপী 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' এবং 'উন্নয়নের পথে মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতি' পোস্টার প্রদর্শনীতেও প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। কাটোয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এবং মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসব স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।



মঙ্গলকোট ব্লক স্তরে বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করছেন বিধায়ক ডাঃ হরমোহন সিংহ।

রতুয়া ১নং ব্লক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত রতুয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কালে শ্রীমানিক ঝা বলেন যে এই নয় বছরে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতায় বামফ্রন্ট সরকারের অবদান উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েত প্রশাসনই আজকে গ্রাম উন্নয়নের মূল স্রোত। ভূমি সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঝা বলেন যে জমির সিলিং এর অতিরিক্ত জমি উদ্ধার ও তা ভূমিহীন কৃষকদের বন্টন ও বর্গাদার নথীভূক্তকরণের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দুদিনব্যাপী এই পূর্তি উৎসব রতুয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের সভাপতি ছিলেন পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীআখতার জামিল।

জেলা পরিষদের সদস্য শ্রীআব্দুল বারি বলেন যে আজকে গ্রামের উন্নয়নের মূল ভিত্তি পঞ্চায়েত। এই নয় বছরের শাসনকালে প্রতি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্কুল ও রাস্তার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। খরা বা বন্যা হলে আজকে গ্রামের মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এলে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সংগ্রহ করতে পারে।

শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসূর্য-নারায়ন মন্ডল বলেন যে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে শতকরা ২৩ ভাগ বরাদ্দ করেছে, আর সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার জন্য খরচ করেন শতকরা একভাগ।

মালদা জেলার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মমতাজ বেগম বলেন যে পশ্চিমবাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদের স্থান নেই কারণ বহু সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। সেইজন্য পশ্চিমবাংলায় কোন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেনি। যদিও দার্জিলিং এ কোন চক্রান্ত "গোর্খাল্যান্ড" নাম দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে তাই আজ বাঙালী-নেপালী এক হয়ে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

স্বাগত ভাষণে জেলা তথ্য আধিকারিক বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যগুলি আলোচনা করেন।

প্রথম দিনের উৎসবের সন্ধ্যায় মেহেদীপুরের বিশ্বনাথ মন্ডল স্মৃতি গম্ভীরাদল গম্ভীরা গান পরিবেশন করে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় শিক্ষামূলক ছায়াছবির আয়োজন করেন।

'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' প্রদর্শনীটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রবীণ জননেতা শ্রীমানিক ঝা।

বাগদা ব্লক

বনগ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে ছেলেঙ্কা কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের ব্লকভিত্তিক নবমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নয়টি শংখধ্বনি করে ও নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগদা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক শ্রীউমাপদ চ্যাটার্জি। তিনি তাঁর ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের নয় বছরে বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। সভাপতির ভাষণে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস এই উৎসবের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং গত নয় বছরে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ দেন। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস, খাদ্য ও

সরবরাহ স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীশুকলাল বিশ্বাস, কালিয়াড়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীরমেন বিশ্বাস প্রমুখ গত নয় বছরে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দেন। মহকুমা তথ্য আধিকারিক তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেন। শ্রীশিব প্রসাদ সরকার সংগীত পরিবেশন করেন এবং শ্রীবীরেন মন্ডল ও শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ আবৃত্তি করেন। স্থানীয় ঐকতান সংস্থা কর্তৃক 'অশ্বত্থমা' নাটকটি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার'' শীর্ষক পোষ্টার প্রদর্শনী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বাগনান ১নং পঞ্চায়েত

১০ ও ১১ ডিসেম্বর '৮৬ উলুবেড়িয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বাগনান ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় দুদিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসব বাগনান হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীনিতাইচরণ আদক। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বাগনান ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী মনীন্দ্রনাথ বিশু। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাগনান ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী জীবনকৃষ্ণ সামন্ত।

উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক শ্রীনিতাইচরণ আদক বলেন, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েই এই সরকার কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এই সরকার সীমিত ক্ষমতায় মধ্যে দিয়ে সারা বাংলায় ক্ষুদ্রশিল্পের যে প্রসার ঘটিয়েছেন তা সারা ভারতবর্ষে একটা নতুন ইতিহাস বলা যেতে পারে।

সভাপতির ভাষণে বাগনান ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীজীবনকৃষ্ণ সামন্ত বলেন, এই সরকার দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে ক্ষমতায় এসেছেন। তাই এই সরকার আপনাদের বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে পারেনা। এই সরকারের প্রধান শক্তি জনগণ। জনগণই এই সরকারকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এই মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী এবং বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা তাঁর ভাষণে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী এবং বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে সুখী মনে করছি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পোস্টার প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সংগীত ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

বাগনানঃ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

গত ২৮ নভেম্বর '৮৬ উলুবেড়িয়া মহকুমা তথ্য দপ্তর এবং বাগনান ২নং পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ-পূর্তি উৎসব শরৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তগর্ত নাউপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যহ আলোচনা সভা, পোস্টার প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই উৎসব পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাগনান ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনির্মলেন্দু সরকার।

এই অনুষ্ঠানে মহকুমা তথ্য আধিকারিক স্বাগত ভাষণে বলেন যে ন'বছর আগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এই সরকার ন'বছরে কি কি কাজ করেছেন এবং কি কাজ করতে পারেনি, কেন করতে পারেনি সেই বিষয়ে সকলকে অবহিত করা এই উৎসবের মূল্য উদ্দেশ্য।

শরৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীআরজেল হক ভাষণে বলেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুবার পঞ্চায়েতের নির্বাচন করে গ্রামে মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের গরিব মানুষের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখানে অনেকগুলি রাস্তা তৈরি হয়েছে। পুরানো বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তবে চেষ্টা হচ্ছে আরও বেশী সংখ্যায় মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে জাল, নৌকা এবং গৃহ নির্মাণ করে দেবার জন্য। আমরা আশাকরি আপনাদের সহযোগিতা পেলে আরও অনেক বেশী কাজ করতে পারবো।

এই আলোচনা সভায় সভাপতি এবং বাগনান ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনির্মলেন্দু সরকার বলেন, এই উৎসবে আমরা বাগনান ২নং পঞ্চায়েত সমিতি বিগত ন'বছর যাবৎ যে কাজগুলি করেছি এবং কি করতে পারিনি কত টাকা পেয়েছি তা আপনাদের সামনে লিখিত ভাবে পড়ে শুনানো হচ্ছে। অল্প দিনের মধ্যে এই সব তথ্য সম্বলিত পুস্তক একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পেশ করা হবে।

উলুবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েত

১ ডিসেম্বর '৮৬ উলুবেড়িয়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে উদ্যোগে উলুবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ২ দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষ পূর্তি উৎসব খলিসানী ইয়াং ব্রাদার্স ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্র সংগীত এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, খড়িয়া ময়নাপুর শাখা গণ সংগীতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উলুবেড়িয়া পৌর সভার সভাপতি শ্রীবটকৃষ্ণ দাস। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ মন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী রাজকুমার মন্ডল। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাপতি শ্রী দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উলুবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নূর মহম্মদ মোল্লা।

উদ্বোধনী ভাষণে উলুবেড়িয়া পৌরসভার সভাপতি শ্রীবটকৃষ্ণ দাস বলেন, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ন'বছর পার হয়ে এসেছেন। সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এই সরকারকে চলতে হচ্ছে। আসল ক্ষমতা বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। পরিকল্পনা খাতে যে টাকা বায় হয় তাও আমরা বিশেষ কিছুই পাইনা। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে প্রতি বছর অমাদের রাজ্য থেকে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার আর আমাদের দেয়া হচ্ছে যৎসামান্য কিছু টাকা। তিনি আরও বলেন যে ভূমি সংস্কার বিল এই সরকার বিধানসভায় পাশ করে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়েছিলেন, সেই বিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়ে সাড়ে চার বছর পরে ফিরে আসে। এই সরকার এসে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রথমেই আমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এবং উলুবেড়িয়া ২নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোক্তাদের আমার এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই রকম অনুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সরকারে আসার আগে কি পরিবেশ ছিল আমরা দেখেছিলাম শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা। গণতন্ত্রের কন্ঠ রোধ। হাজার হাজার লোক গৃহ ছাড়া। এক কথায় চরম বিশৃংখল পরিবেশ

বিরাজ করছিল এই পশ্চিমবাংলায়। যে গরিব মেহনতী মানুষ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল তাঁদের কথা স্মরণ করে তাঁদের হাতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে গণ টোকাটুকি বন্ধ করেছি। প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করতে পেরেছি। ১২ ক্লাস পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। যে সব পরিবার গৃহছাড়া হয়েছিল তাদের নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

আজ চারিদিকে একটা ভয়াবহ অবস্থা। বামফ্রন্ট সরকার এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে যাতে বন্ধ কল কারখানাগুলি খোলা যায়। আমরা মা বোনদের সমান অধিকার দিয়েছি। আর কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম নারী বিল পাস করে মেয়েদের পঙ্গু করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি তোমরা যে ব্যবস্থাই কর না কেন আজ মেয়েদের আর দমিয়ে রাখা যাবেনা।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক শ্রী রাজকুমার মন্ডল বলেন, যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামগঞ্জে পরিবর্তনগুলি আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। রাস্তাঘাট স্কুলবাড়ি তৈরি, পানীয় জলের ব্যবস্থা। এই সব পরিবর্তন আমরা আগেকার সরকারের আমলে দেখতে পাইনি। আজকে এই অনুষ্ঠানে বামফ্রন্ট সরকারের ন'বছর পূর্তি উৎসব। আপনারা আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেবেন, যাতে আমরা আরও বেশি করে জনকল্যাণকর কার্যসূচি রূপায়ণ করতে পারি।

হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতি বছর কি কাজ করেছি, কি কাজ করতে পারিনি সেটাই এই উৎসবের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে। আপনারা আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে ধরবেন, আমরা তা থেকে ত্রুটিগুলির সংশোধন করবো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামের মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছে। আপনারা এই সরকারের আমলে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্ম দেখেছেন, আগেকার সরকারের আমলে পঞ্চায়েত ছিলনা। ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন কিন্তু ৪০ বছর কেন্দ্রীয় শাসন এবং ৩০ বছর রাজ্য শাসন করেও কিছুই করেননি।

এই অনুষ্ঠানের খলিসানী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেখ হাবিবুর রহমান দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। প্রতিদিন পোস্টার প্রদর্শনী, তরজা গান, সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত

২০ ও ২১ নভেম্বর '৮৬ উলুবেড়িয়া মহকুমা তথ্য দপ্তর এবং শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে দুদিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসব শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

২০ নভেম্বর '৮৬ বিকেলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, আজ থেকে ন'বছর আগে ১৯৭৭ সলের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন। ক্ষমতায় এসে এই সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা যে কাজকর্ম করব তা প্রতিবছর উৎসবের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সামনে তা উপস্থিত করব। আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস করি গণতন্ত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অনেক সংগ্রাম করে এই বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে গরিব জনগণ আমাদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন, আমরা তাঁদের হাতেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেব। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করব। নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব। আমরা আরও বলেছিলাম যে একাজে মেয়েদেরও নিতে হবে। আগের সরকারের আমলে ১৪ বছর পঞ্চায়েতে কোন নির্বাচন হয়নি। এই সরকার এসে পঞ্চায়েতে নির্বাচন করেছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। তাই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারা বাংলায় যে কর্মকান্ড হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারের আগে কোন সরকারই তা করেনি। এই সরকারের আমলে কুটির শিল্পের অনেক উন্নতি হয়েছে। তাঁতশিল্প আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে একটা বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এর ফলে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে বনভূমির অভাবের জন্য আজ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তার জন্য এই সরকার বেশি বেশি করে গাছ লাগাবার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। বন্যার ফলে যে সব ছোট ছোট কলকারখানা নষ্ট হয়েছে তাদেরও আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি। যাদের গরু এবং চাষের ফসল নষ্ট হয়েছে তাদের সবরকম সাহায্য দিয়েছি। এই সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও কৃষক এবং চাষের ব্যাপারে বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগে যে সব জমিতে সরষের চাষ হতো না সেইসব জমিতে সরষের চাষ করা হচ্ছে। আগে পান চাষকে শিল্প বলা হত না, আজ পান চাষকে শিল্প বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সরকার পান চাষের উন্নতির জন্য বোর্ড তৈরি করে দিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গাতে পান বাজার তৈরি করে দিয়েছেন। তমলুকে রেশম চাষের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা যেটুকু অর্থনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছি তাই দিয়ে গরিবের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা স্বনির্ভরশীল প্রকল্প চালু করেছি। বেকার ভাতা দিয়েছি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে প্রথমে ৫০০০ টাকা পরে ৯০০০ টাকা, এখন ২৫ হাজার টাকা দিচ্ছি। কুলগাছিয়াতে একটা কারখানার পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এখানকার কারখানাগুলিতে প্রায় ১০ হাজার লোক কাজ পাবেন। এই এলাকাতে বড় হাসপাতাল নেই। আচিরেই এই দাবি পূরণ হবে। স্থানীয় বাসিন্দা মুরারীবাবু ৩০ বিঘা জমি দিয়েছেন। বেলপুকুর কলেজের পাশে সেখানে হাওড়া হোম-এর মতো একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি ব্যবস্থা নিয়েছি। এই সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি খরচ করছেন। এমন একটি গ্রাম নেই যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এখন ক্ষেত মজুররা সরকার নির্ধারিত মজুরী পাচ্ছেন। মৎস্যজীবীরা বিনামূল্যে মাছ ধরার জাল নৌকা পাচ্ছেন। তাঁদের বিনামূল্যে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে, যদিও সবাকে এখনো এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। নদীতে ও সাগরে যাঁরা মাছ ধরতে যান তাঁদের জন্য বিনা পয়সায় জীবনবীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই কাজগুলি করেছেন। এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।

আমরা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটা বই প্রকাশ করেছি। এই ন'বছরে পঞ্চায়েত সমিতি যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছে তা এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে।

হাওড়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক তাঁর ভাষণে বলেন, আপনারা জানেন যে, কোন না কোন সময়ে একটা সরকার থাকে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এই সরকার পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে প্রায়রিটির মাধ্যমে খরচ করে থাকেন। কোন কাজটা হবে তা জনসাধারণই ঠিক করে দিচ্ছেন।

শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুশীল দিন্ডা তাঁর ভাষণে বলেন, যে ন'বছরে এই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাতে যে কাজ হয়েছে বিগত ৩০ বছরে তা হয়নি। আমরা ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আলপিন খাল কেটেছি, কৃষকদের ট্রেনিং দেবার জন্য ট্রেনিং সেন্টার খুলেছি। ইতিমধ্যে ৬০/৭০ জন কৃষক ট্রেনিং নিয়েছেন। অনেকগুলি রাস্তাতে আমরা ইট

বিছিয়েছি। ৩০০ টি টিউবওয়েল এই পঞ্চায়েত সমিতিতে চালু আছে। এছাড়া আরও যাঁরা এই সভায় বক্তব্য রাখেন তার মধ্যে স্থানীয় বিধায়ক শ্রীগৌরহরি আদক, সহ সভাপতি শ্রাবঙ্কিম রায় চৌধুরী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পক্ষে কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবিবেকানন্দ সামন্ত।

প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সঙ্গীত, নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল।



উলুবেড়িয়ায় রবীন্দ্র স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

গ্রামীণ সংবাদ

জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আলোচনাচক্র

১৫ ডিসেম্বর, ৮৬ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত সোনাতলা সমাজ সেবী সংঘের মাঠে আমতা মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান উপলক্ষে জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

আমতা মহকুমা তথ্য দপ্তরের ক্ষেত্র কর্মী শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযানের উপর বক্তব্য রেখে আলোচনাচক্রের সূচনা করেন।

আলোচনাচক্রের সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ কুমার কোঁচ। জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅসীম কুমার দাস, শ্রীবিষ্ণুপদ রায়। সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার বলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দেশের অগ্রগতিকে বাঁধা দিচ্ছে।

বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের উপর পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কাটোয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলাগ্রন্থমেলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার দ্বিতীয় গ্রন্থমেলা ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর কাটোয়া বেসিক ট্রেনিং কলেজের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর মেলা উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীদেবকুমার চৌধুরী। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীরামসেবক বন্দোপাধ্যায়, জেলা শাসক বর্ধমান। গ্রন্থমেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। ৮ ডিসেম্বর বেলা ২টায় অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার'। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ও কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীধ্রুবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় এবং মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের মুখ্য বাস্তুকার শ্রীশিশির নিয়োগী। ৯ ডিসেম্বর 'গণমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'র উপর আলোচনা করেন বিধিমুক্ত শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা এবং শ্রীঅরিন্দম কোঙার। ১১ ডিসেম্বর শ্রীসুধীর রায় এম.পি, অধ্যাপক জ্যোর্তিময় ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক রামকৃষ্ণ সাহা 'জাতীয় সংহতি বিষয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বইমেলার কার্যকরী সভাপতি শ্রীহরমোহন সিংহ। গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

এই জেলা গ্রন্থমেলায় বর্ধমান জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের জন্য বই ক্রয় করা হয় এবং এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, পাঠক, ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র স্মরণোৎসব

গত ১৮ ডিসেম্বর '৮৬ উলুবেড়িয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের হরিপদ স্মৃতি মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্র স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীভোলা নাথ ঘোষ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও তিনিই করেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীমাজেদ মোল্লা। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-অধিকর্তা অধ্যাপক শ্রীসুহৃদ ভৌমিক, অধ্যাপিকা শ্রীমতী আত্রেয়ী ঘোষাল, অধ্যাপক শ্রীআলোক বিকাশ সিংহ রায়।

স্বাগত ভাষণে জেলা তথ্য আধিকারিক বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সৃষ্টি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং কবির ভাবধারাকে আরও প্রসারিত করার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কবির ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। মহকুমাস্তরে এই অনুষ্ঠান তারই অঙ্গ। তিনি আরও বলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাকবি তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে বহু আলোচনাই হয়ে আসছে। তবুও বার বার এ কথাই মনে হয় তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মানব দরদী চিন্তা ধারার আরও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-অধিকর্তা রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বিশেষ করে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের যুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকে ভালবেসে ছিলেন বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে তাঁর দরদীমন বার বার জেহাদ ঘোষণা করেছে। তাই আজ সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবনাকে আজ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করার ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে যাতে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়া যায়।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শ্রীমাজেদ মোল্লা বলেন, আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার রবীন্দ্রনাথের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়ার এক ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান থেকে কর্মস্থান পর্যন্ত এক বিশাল জনতা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছেন। যাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবনা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই দায়িত্ব আজ আমাদের সকলকে নিতে হবে।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক সুহৃদ ভৌমিক, অধ্যাপক আলোক বিকাশ সিংহ রায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবনা এবং কর্মময় জীবন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রী সুপ্রিয় ধর, এবং উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। রবীন্দ্র সংগীত, পরিবেশন করেন মুক্তধারা, উলুবেড়িয়া। এই উপলক্ষে উলুবেড়িয়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক "অর্ঘ" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

হাওড়া জেলা পরিষদের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

পূর্বতন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সময়কাল ধরে বর্তমান হাওড়া জেলা পরিষদের শতবর্ষ হল গত ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি, ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপতিত পাবন পাঠক ও ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রলয় তালুকদার ও হাওড়ার মেয়র শ্রীআলোকদৃত দাশ। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলা শাসক, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি শ্রীবিশ্বরঞ্জন গাঙ্গুলী, বিধায়ক শ্রীসতোন ঘোষ প্রমুখ।

এই বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সানাই-এর সুরে। এরপর হাওড়া জেলা পরিষদের নতুন অফিস গৃহ 'শতবার্ষিকী ভবন' এর নির্মাণ কার্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ও পঞ্চায়েত বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী। শ্রীবিনয় চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিগত বছরগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে জেলা পরিষদ পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রশাসন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভূমি সংস্কার সহ গ্রামোন্নয়নের প্রতিটি স্তরেই প্রভূত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বামফ্রন্টের এই সাফল্য আজ দেশে বিদেশে সর্বত্রই প্রশংসিত। গ্রামীণ শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই এই সাফল্যের ছোঁয়া লেগেছে। পল্লী অঞ্চলের এতদিনের বঞ্চিত ও উপেক্ষিত মানুষ আজ এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসায় পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের এক নতুন জোয়ার এসেছে। তিনি বলেন, বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতিই হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। রাজ্যের বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাই হল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানান।

শ্রীপতিত পাবন পাঠক বলেন, যে পরিকল্পনা বিকেন্দ্রিকরণের ফলে পঞ্চায়েতের হাতে আরও অধিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। শ্রীপ্রলয় তালুকদার তাঁর ভাষণে বলেন, বামফ্রন্টের শাসনকালে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি বলেন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। ত্রাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গ্রামোন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মহিলাদের আরও ব্যাপক ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে দেশ গঠনের কাজে নারী পুরুষের সমান দায়িত্ব রয়েছে। সকল বক্তাই হাওড়া জেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদেবী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজ যে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূচনা হল এক বৎসর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা চলবে। তিনি ঘোষণা করেন, যে এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জেলার অনুন্নত তফসিলী এলাকায় জেলা পরিষদ কর্তৃক এক সেতু নির্মিত হবে। ঐ সেতুর নাম হবে 'শতবার্ষিকী সেতু'।

সভার অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন হাওড়ার মেয়র শ্রীআলোকদৃত দাস, ডেপুটি মেয়র, শ্রীদেবেশ সান্যাল, বিধায়ক শ্রীসতোন ঘোষ জেলা শাসক, জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীআদ্যনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই দিনের

নেপালী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় এবং তার উন্নতিসাধনে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন অতীতের কোন সরকারই তা করেননি।

এই সরকার (ক) দার্জিলিং-এর তিনটি পার্বত্য মহকুমায় বাংলার পাশাপাশি নেপালীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(খ) দার্জিলিং-এ নেপালী ভাষার মুদ্রণালয় স্থাপন করেছে।

(গ) নেপালী ভাষার অনুবাদ সেল স্থাপন করেছে।

(ঘ) ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য নেপালী একাডেমী স্থাপন করেছে।

(ঙ) মহান নেপালী কবি ভানুভক্তের নামে সভাগৃহ নির্মাণ করেছে।

(চ) ভানুভক্তের নামে 'সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে।

(ছ) প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের মহান স্মৃতিতে পুরস্কার প্রবর্তন করেছে।

এসবের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নেপালীদের পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তা অক্ষুন্ন রেখেও তাঁদের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিতে চাইছে। আর গোর্খাল্যান্ডপন্থীরা চাইছে ভারতীয়দের থেকে নেপালী-ভাষীদের সরিয়ে নিতে।

আপনারা বিচার করুন কোনটা মঙ্গলের পথ।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সকলকে দপ্তরের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে সভাপতি তাঁর স্বল্প ভাষণে বর্তমান জগতে বায়ু দূষণের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে পারমাণবিক বিষকরণকে দায়ী করেন। গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন ভাবে শব্দ দূষণের পরিণতি, নদী, খাল বিলের জলের দূষণে জন জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে ঐ দূষণ রোধ করার জন্য আমাদের সকলকে দৃঢ় প্রয়াসী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি টানেন।

বড়শালে নিবিড় জনসংযোগ প্রকল্পের অনুষ্ঠান

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬ বড়শাল বান্ধব সমিতির ব্যবস্থাপনায় ও রামপুরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদোগে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বনসৃজনের ভূমিকা শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সনৎকুমার দত্ত ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রাক্তন গ্রাম প্রধান শ্রীঅভয়া পদ ভট্টাচার্য। আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপ্রাণতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীসুজিৎ চ্যাটার্জী, শ্রীনিতাই চ্যাটার্জী, শ্রীমলয় বন্দোপাধ্যায়, শ্রীতাপস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅভয়াপদ ভট্টাচার্য বলেন, যে ভাবে আমাদের রান্নার জ্বালানীর জন্য গাছ কেটে ফেলছি তাতে অদুর ভবিষ্যতে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই বিশেষ নজর দিয়ে গাছ লাগাতে হবে।

শ্রীতাপস মুখোপাধ্যায় জীব জগতের সঙ্গে গাছপালার নিবিড় সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, একটি লরী ২৪ ঘণ্টায় যত খানি অক্সিজেন নষ্ট করছে তাতে ১টি মানুষের ৬০ বৎসর চলতে পারে। যে ভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে ও যানবাহন চলছে তাতে অক্সিজেনের দারুন ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে গাছ না লাগাই। গাছই হচ্ছে অক্সিজেনের প্রধান সরবরাহকারী এবং জীবকূলের দূষিত কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণকারী। তিনি বলেন আমাদের উচিত প্রত্যেক গৃহে যখন শিশু জন্মায় তখন তার নামে একটি গাছ লাগান ও জন্মদিনে একটি করে গাছ লাগান। এতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানোর মানসিকতা গড়ে উঠবে। সবশেষে তিনি বলেন মানুষকে আরও সজাগ হতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে।

সাহিত্য-আড্ডা আয়োজিত বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী পথ পরিক্রমা

১৮ ডিসেম্বর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতর সকাল ৮টায় খনি অঞ্চল তথ্য কেন্দ্রের সামনে বিদ্রোহী কবি নজরুল মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পথ-পরিক্রমা। খনি ও শিল্পাঞ্চলের প্রায় শতাধিক কবি, গল্পকার, গায়ক, অভিনেতা, সংস্কৃতি কর্মীরা শহরের বিভিন্ন পথে গানে, কবিতা পাঠে, অভিনয়ে, আবৃত্তিতে সোচ্চার করে তোলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর করার স্লোগান তোলেন। সাহিত্য আড্ডার সম্পাদক অমল বন্দোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক কুন্ডল হাজরা, সভাপতি শ্রী চন্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃতি সম্পাদক শ্রীচঞ্চল বন্দোপাধ্যায়, খনি ও শিল্পাঞ্চলের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করেছেন এখন প্রায়ই বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদ সেমিনারের আয়োজন করবেন বলেছেন এবং এতে অংশ নিতে সাধারণ মানুষদের কাছে আবেদন রেখেছেন। এ অঞ্চলের অন্যতম কথা সাহিত্যিক শ্রীউদয়ন ঘোষ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক শ্রী সুশীল মালখণ্ডী বলেন, সাহিত্য আড্ডার এ ধরনের প্রয়াস প্রশংসনীয়। সাংবাদিক সত্যরঞ্জন কর্মকার বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সারা শহরের মানুষ সাহিত্য আড্ডার এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান রাস্তায় ভীড় করে।

তরুণের বুদ্ধিমত্তা ও সততা

গত ২০ ডিসেম্বর '৮৬ গোয়ালপুকুর ব্লক যুবকরণের গ্রুপ-ডি কর্মচারী বৃন্দাবন রায় বালুরঘাট জেলা যুব অফিস থেকে ফুটবল-ভলিবল নিয়ে যাবার সময় তার অজ্ঞাতে ৪৪টি বলের একটি বস্তা নসিরহাট নামক স্থানে পড়ে যায়। শ্রীরায় রায়গঞ্জ এসে মাল নামাতে গিয়ে দেখেন, একটি বস্তা নেই। তিনি সাথে সাথে রায়গঞ্জ যুব আধিকারিক ও সহকর্মীদের সহায়তা নিয়ে রায়গঞ্জ থানায় ডাইরী করান। এদিকে নসিরহাটে বলগুলি পড়ে যাবার পর স্থানীয় কিছু অধিবাসী ও যুবক বলগুলি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঐসময় কালিয়াগঞ্জ কলেজের কমার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রীহীরণকুমার দাস ঐস্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রীদাস ঘটনাটি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় একটি মিল থেকে কালিয়াগঞ্জ থানায় ফোন করেন এবং স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তা নিয়ে বলগুলি লুঠের হাত থেকে রক্ষা করেন। কালিয়াগঞ্জ পুলিস এসে বলগুলি উদ্ধার করে। কিন্তু জানা যায়নি বলগুলি কাদের। শ্রীহীরণ দাস গত ২৩ ডিসেম্বর রায়গঞ্জে ব্যক্তিগত কাজে এসে হঠাৎই অনুমান করেন যে-যুব কল্যান দপ্তর থেকে গ্রামীণ ক্লাবগুলিকে ফুটবল-ভলিবল দেওয়া হয়। সেই অনুমানের উপরই ভিত্তি করে রায়গঞ্জ যুব কল্যান দপ্তরে এসে ঘটনাটি বলেন। সহকর্মী শম্ভু চক্রবর্তী সাথে সাথে শ্রীদাসকে নিয়ে রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলেন। এইভাবে উক্ত তরুণের বুদ্ধিমত্তা ও সততার জন্য হারানো বলগুলি উদ্ধার হয়। শ্রীচক্রবর্তী ও ব্লক যুব আধিকারিক শ্রী দাসকে তার এই সততার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ২১ ডিসেম্বর '৮৬ রায়গঞ্জ ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতা-৮৬'র ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ভগীলতা নবযুগ সংঘের মাঠে। ফাইন্যালে অংশগ্রহণ করে ছোটপারুয়া আদিবাসী সংঘ ও অগ্রগামী সংঘ, লক্ষ্মীয়া। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে আদিবাসী সংঘের রাইসেন মুর্মু একমাত্র গোলটি করে ক্লাবকে ১৯৮৬র ব্লক চ্যাম্পিয়ানের সম্মান এনে দেয়। রায়গঞ্জ ব্লক ক্রীড়া সমিতির পরিচালনায় এবারের প্রতিযোগিতা সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়। মোট ২৮টি গ্রামীণ ক্লাব অংশগ্রহণ করে। লীগ-কাম-নক-আউট ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় মোট খেলা হয় ১০১টি।

গোর্খাল্যান্ডের দাবীর অর্থ আবার এই রাজ্যের ভাগ।

আমাদের জন্মভূমিকে আমরা কি টুকরো টুকরো হতে দেব? সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের মুষ্টিমেয় অনুচর ছাড়া এতে কার লাভ হবে?

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনুষ্ঠানের সমাবেশে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে যোগদান করেন। শতবার্ষিকী উৎসবের স্মারক স্বরূপ ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক এক বিশেষ কভার (ডাক খাম) প্রকাশিত হয়। এই শতবার্ষিকী উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃক একটি সুন্দর তথ্য বহুল স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এই উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

'জাতীয় সংহতি' শীর্ষক আলোচনাচক্র

গত ১৯ ডিসেম্বর '৮৬ আসানসোল তথ্যকেন্দ্রে জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উপর এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীবিজয় পাল এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আসানসোল অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীসুবেশকুমার দাস।

আসানসোলের মহকুমা তথ্য আধিকারিক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় সংহতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেন।

আসানসোলের পৌরপ্রধান গৌতম রায়-চৌধুরী বলেন জনগণের ওপর শোষণ কায়েম রাখার জন্যই জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করা হচ্ছে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জিইয়ে রাখা হচ্ছে। যে কোন মূল্যে জাতীয় সংহতি রক্ষা করার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবিজয় পাল বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন একই সঙ্গে চালাতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মধ্যেই রয়েছে জাতীয় সংহতি অটুট থাকার বীজ। দেশের বড় সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রের মালিকদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন বৃহৎ বনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে একচেটিয়া বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি হচ্ছে ঐ সরকারের প্রচার মাধ্যম। এরা চায় না যে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সংহতি অটুট থাকে।

কাজেই জাতীয় সংহতি বিনষ্টকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। তাহলেই আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারব।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসুরেশ দাস জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য দলমত-নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রামপুকার মিশ্র, অধ্যাপক অব্যয় দাশগুপ্ত, শ্রীরামশংকর চৌধুরী, কবি মুস্তাক্ আজমি, ডাঃ লোকেশ ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রমিক নেতা শ্রীসুনীল বসুরায়।

সবার শেষে আসানসোল তথ্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে তথ্য আধিকারিক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রামপুরহাট নিবিড় জনসংযোগ প্রকল্প

রামপুরহাট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবস্থাপনায় গত ২৩ ডিসেম্বর ৮৬ বেলা ১২টায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার বিষয় বস্তু ছিল "পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকারে বৃক্ষ রোপণের উপযোগিতা"। আলোচনা সভায় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

সভায় মণ্টুরাম মণ্ডল (শিক্ষক), চন্দ্রশেখর মণ্ডল (শিক্ষক), বিজয় কুমার মণ্ডল (শিক্ষক), শিউ প্রসাদ মুখার্জী (ম্যানিজিং কমিটি সদস্য), অরুপকুমার মুখার্জী (ছাত্র) সুনীল কুমার ব্যানার্জী (শিক্ষক) প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল (শিক্ষক) প্রমুখ আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা করেন। যান্ত্রিক সভ্যতা যে ভাবে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে তার কথা আলোচনা করে পাশাপাশি দূষিত পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষ রোপণের সুদৃঢ় প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে কর্মী অজিত মণ্ডল এই ধরনের আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সভামধ্যে ব্যক্ত করে

দার্জিলিং-এর অর্থনৈতিক চিত্র

অতি সম্প্রতি কোন কোন মহল থেকে মন্তব্য করা হচ্ছে যে, দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এবং সম্পদ-বণ্টনের দিকে থেকে এই অঞ্চলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

বাস্তব ঘটনা কিন্তু এর বিপরীত। দারিদ্র্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাকী অংশের গড়ের তুলনায় দার্জিলিং-এর অবস্থা ভাল, উত্তরবঙ্গের অন্য যে কোন জেলার তুলনায় বা রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর অর্থাৎ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের যে কোন জেলার তুলনায় দার্জিলিং জেলার অবস্থা অনেক ভাল।

- **মাথাপিছু আয়ের মাপকাঠিতে রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে দার্জিলিং-এর স্থান চতুর্থ (কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান-এর পরেই)।**
- **নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে দার্জিলিং-এর স্থান তৃতীয় (কলকাতা, বর্ধমানের পরেই)।**
- **কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নিবন্ধভুক্ত বেকারদের প্রতি হাজার পিছু কাজ পাওয়ার গড় হার গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে ৩.৩০, দার্জিলিং মহকুমার ক্ষেত্রে সেখানে ১৯.৩ এবং কার্শিয়াং ও কালিম্পং মহকুমার ক্ষেত্রে প্রায় ১৩.০।**
- **বিগত কয়েক বছর ধরে দার্জিলিঙের পাহাড়ি এলাকাকে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।**
- **দার্জিলিঙে মাথাপিছু পরিকল্পনা ব্যয় হল ৪২৩ টাকা, অথচ গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে গড় হ'ল ১২৪ টাকা।**
- **পাহাড়ি এলাকা উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক পার্বত্য উন্নয়ন দপ্তর রয়েছে।**
- **পাহাড়ি এলাকার উৎপন্ন সামগ্রী অন্য অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য সরকার পরিবহনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছে।**
- **সাক্ষরতার ক্ষেত্রে রাজ্যের গড় যেখানে ৪০.৯ সেখানে দার্জিলিঙের গড় ৪২.৬ (উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশী)।**

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার



ব্লক ফুটবল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত।

এইদিনের খেলা শেষে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনিত্যানন্দ সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক ও মাঠে মাঠে পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত। যুব কল্যান দপ্তর ও ব্লক ক্রীড়া সমিতির পক্ষ থেকে শম্ভু চক্রবর্তী ক্রীড়া সমিতির ঐতিহ্যের দিক উল্লেখ করেন ও সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ভগীলতা নবযুগ সংঘের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ধর্মজীবন দাস। স্থানীয় বি. এস. এফ ক্যাম্প কমান্ডান্ট, বক্তব্য রাখেন। এইদিনের খেলায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়-এর সম্মান লাভ করে অগ্রগামী সংঘের দিলীপ দাস। মাঠে-মাঠে পত্রিকার পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ী ও বিজিত দলনায়কদের হাতে ট্রফি ও শীল্ড তুলে দেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

ব্লক ক্রীড়া সমিতি রায়গঞ্জ ব্লকের গ্রামীণ ক্লাবের সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি সাহায্য ছাড়াই সমিতি প্রতিবছর ফটবল, ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। ফাইন্যাল খেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ভগীলতা নবযুগ সংঘকে অভিনন্দন জ্ঞাপণ করা হয়। প্রায় বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামে এইদিনের খেলা দেখার জন্য ছয়-সাত হাজার দর্শক সমাগম হয়।



গত ৩ জানুয়ারি '৮৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় প্রবীণ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট বাঁদিক থেকে গ্রন্থাগারমন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার।



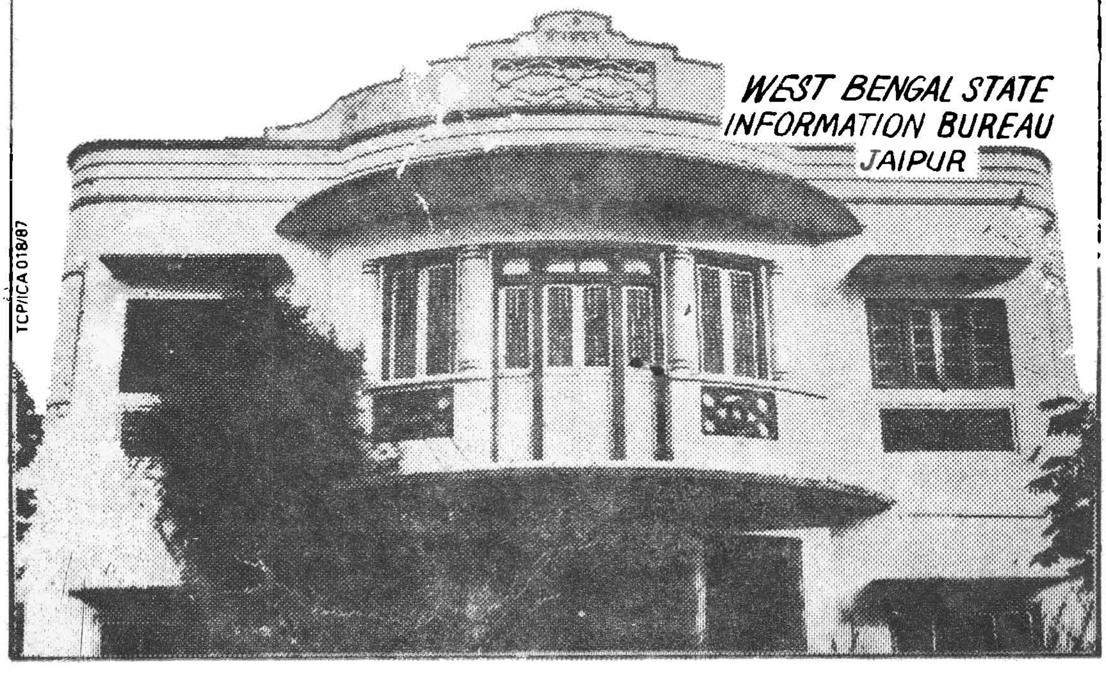
গত ২৫ ডিসেম্বর '৮৬ তারিখে গিরিশমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত জেলার নাট্যদলগুলির সমন্বয়ে রাজ্য নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী নাটক সোনারপুরের কৃষ্টিসংসদ প্রযোজিত 'তখন রাজতন্ত্র'র একটি দৃশ্য।

আলোকচিত্র : অজিত দাস

শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ঐতিহাসিক বীরভূমি রাজস্থানের জয়পুরে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

বাংলার সঙ্গে রাজস্থানের আত্মিক যোগসূত্র দীর্ঘদিনের। সেই একই যোগসূত্রের টানে আজ জয়পুরে "পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কেন্দ্রের" উদ্বোধন হ'ল। বাংলার ও রাজস্থানের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবার আরও একটি সোপান উন্মোচিত হ'ল জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এটি নিশ্চয় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, দিল্লী ও আগরতলায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে এই নতুন জয়পুর কেন্দ্রের সংযোজন সার্থক হয়ে উঠুক সবার সহযোগিতায়।



TCP/ICA 018/87

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০৮৯ হইতে মুদ্রিত